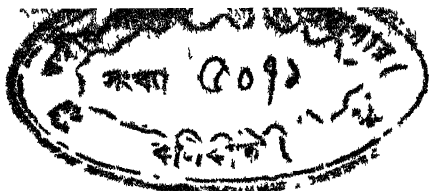


শ্রীগুরুতত্ত্ব-মীমাংসা।

প্রথম খণ্ড।



শ্রীসধরচাঁদ সন্ন্যাসী-সম্পাদিত
ও প্রকাশিত।
৮নং কামারপাড়া, বরানগর।

প্রথম মুদ্রাঙ্কন।

বাণীপ্রেস ;
৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
জে, এন্, দে দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৮।

ভূমিকা।

শ্রীগুরুতত্ত্ব ভক্তজনের পরম আদরের বিষয়। শ্রীগুরু-পদাশ্রয় না করিলে ভজন-সাধন হয় না, শ্রীগুরুর চরণ-তরী বিহনে ভবসাগর পারে যাওয়া যায় না। শ্রীগুরুর কৃপা না হইলে ভগবানের কৃপা হয় না। শ্রীগুরু ভিন্ন পাপ-তাপ-অপরাধ বিনষ্ট এবং পবিত্র করিতে কেহ পারগ নহে; এই প্রকারের বহু প্রয়োজনীয় তত্ত্ব দেশ-কাল-পাত্র এবং শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীগুরু-নির্ণয় ও শ্রীগুরু-তত্ত্ব-সাধন যথাসাধ্য সহজভাবে মীমাংসা করিয়া ভক্ত-জগতের হিতার্থে প্রচার করা হইল। গ্রন্থে যদি কোন দোষ পরিলক্ষিত হয়, পাঠকগণ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণভাগ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

গ্রন্থকার।

বন্দনা।

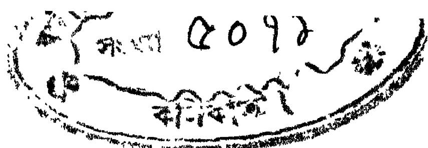
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥
গুরুরূপধরং নিত্যং শ্রীনন্দনন্দনং হরিম্।
বন্দেঽহং পরয়া ভক্ত্যা ভক্তবৎসলমীশ্বরম্॥
ত্বং বন্দে বৈষ্ণবগুরুং পাদানন্দসুশীতলম্।
যৎপ্রসাদাৎ মমাজ্ঞস্য ভক্তিশাস্ত্রবিলোকনম্॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়াস্তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ॥

মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করি গুরু-বৈষ্ণব-চরণে॥
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা।
তেঁই সে করিতে চাই শ্রীগুরু-বন্দনা॥
যে কিছু লিখিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে।
ক্রমভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে॥

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৫	যতিনঞ্চ যতি প্রোক্ত গৃহস্থেব গুরু	যতিনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তঃ গৃহস্থানাং গুরুঃ
১	১৬	বৈষ্ণব গ্রাহ্য	বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ
৩	৪	বৈষ্ণবাং···ভূতলে	বৈষ্ণবাৎ···মহীতলে
৪	২১	ভত	ভতঃ
৪	২২	স্তত	স্ততঃ
৫	১৯	গার্হস্থ্য···আশ্রম	গার্হস্থ্যো···আশ্রমৌ
৮	১৪	বৈধভক্তি	বৈধীভক্তি
১১	১৬	যথামৃতন	যথামৃতেন
১১	১৭	পর	পরমং
১২	৩	যত্তৈব্বতং	যদদ্বৈতং
১২	৪	যড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণৌ	যড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো
১৪	৪	শ্রীকৃষ্ণ···ভগবান	শ্রীকৃষ্ণো···ভগবান্
২৩	২০	আগ্রহীদন্য···তত্ত্যাক্তা	অগ্রহীদন্য··তত্ত্যক্তা
২৩	২১	গ্রহীতথং	গৃহীত্বৈনং
২৭	১০	সে···মতা	যে···মতাঃ
২৭	১১	সাধনঞ্চ···গত্তিরপি	সাধনানি···শতৈরপি
২৮	১	গুরু ন···কর্ত্তব্য	গুরুর্ন···কর্ত্তব্যো
৩২	৫	ভাগবতজ্ঞেয়···দাম্ভিক-স্মৃত	ভাগবতোজ্ঞেয়ঃ··· দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ
৩৩	৩	দেবাধীনে···সর্ব্বে··· মন্ত্রাধীনশ্চ	দেবাধীনং···সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩	৪	তস্মাৎ ব্রাহ্মণ	তস্মাৎ বৈ ব্রাহ্মণো
৩৬	১৪	দীক্ষাযো	দীক্ষাকো
৩৬	১৫	বৈষ্ণাবোঽভিহিতো-ঽভিজ্ঞেরি	বৈষ্ণবোঽভিহিতো-ঽভিজ্ঞৈই
৩৭	৯	দান্ত...বেশবান	দান্তঃ...বেশবান্
৩৭	১২	নিগ্রহানুগ্রহ	নিগ্রহানুগ্রহে
৩৭	১৭	সামর্থাৎ	সামর্থ্যাৎ
৩৭	১৮	সামর্থাৎ...ভূত-ভবেন্নর	সামর্থ্যাৎ...ভূতো-ভবেন্নরঃ
৩৯	১৮	পরবিপ্র	পরোবিপ্রঃ
৪০	১০	মন্যেৎ	মন্যেত
৪০	১১	বুদ্ধাশ্রয়েত	বুদ্ধ্যাশ্রয়েত
৪১	১১	জন্তুনাং...শ্রেষ্ঠ	জন্তুনাং...শ্রেষ্ঠো
৪১	১২	যতি শ্রেষ্ঠ...বৈষ্ণব	যতিঃ শ্রেষ্ঠো...বৈষ্ণবো
৪৫	১১	বৈশ্যশ্চ	বৈশ্যাশ্চ
৪৫	১৫	ভগদ্ভক্ত	ভগবদ্ভক্ত
৪৬	২২	গৃহ্লাত বৈষ্ণব গুরু	গৃহ্নীয়াৎ বৈষ্ণবং গুরুং
৪৮	৩	তস্মান্মন্ত্র	তস্মান্মন্ত্রং
৫২	১৮	পুরুষোত্তম শব্দের পর	ব্রহ্মণ্য, ব্যাসতীর্থ
৫৩	৫	পুরঃসর	পুরঃসরো
৫৭	১২	মানিয়া...হৈল	মানিলে...হবে
৫৭	১৩	সেকারণে মহা	এই লাগি কৃপায়
৬০	৩	বন্দ	বন্ধ



শ্রীগুরুতত্ত্ব-মীমাংসা।

প্রথম লহর।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥

ভাগবত।

ভগবান ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ নিবন্ধন মনুষ্যদেহ আশ্রয় পূর্ব্বক সেই ক্রীড়া করিয়া থাকেন, যাহা শুনিয়া ভক্ত তৎপরায়ণ হইবেন।

বেদ-বিধি অগোচর, অতি গূঢ় তত্ত্ব, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পরম করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভক্তকে বিতরণ করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগদ্গুরু।

উদাসীনো হ্যুদাসীনাং বনস্থো বনবাসিনঃ।
যতিনশ্চ যতি প্রোক্ত গৃহস্থেব গুরু গৃহী ॥
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবগ্রাহ্য শৈবে শৈবস্তথা পুনঃ।
শাক্তিকং তৃতয়ং বিদ্যা দীক্ষা স্বামী ন সংশয় ॥

কুলচূড়ামণি তন্ত্র।

অর্থাৎ উদাসীনের গুরু উদাসীন, বনবাসীর গুরু বনবাসী, যতির গুরু যতি, গৃহস্থের গুরু গৃহস্থ, বৈষ্ণবের গুরু বৈষ্ণব, শৈবের গুরু শৈব এবং বৈষ্ণব; শাক্তের গুরু শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণব, এইরূপে দীক্ষা স্বামী নির্ণয় আছে।

নিজ নিজ আশ্রমোচিত কর্ম্মের জন্য সেই আশ্রমীর মধ্যে যে কেহ গুরু হইবেন, তাহাকে উপদীক্ষাগুরু কহে।

সত্র যাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ব বেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যাদ্বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তি নস্তঃ পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং॥

গারুড়ে।

সহস্র যাজ্ঞিক হইতে সকল বেদান্তবেত্তা শ্রেষ্ঠ, বেদান্তবেত্তা কোটি জন হইতে বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুভক্ত সহস্রজন হইতে একান্ত-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই পরম পদ প্রাপ্ত হন।

যজ্ঞার্থে যাজ্ঞিক গুরু, বেদান্তার্থে বৈদান্তিক গুরু, বিষ্ণু-ভক্তির জন্য বিষ্ণু-ভক্ত গুরু, ঐকান্তিকতা জন্য একান্ত-বৈষ্ণব গুরু হওয়া নিশ্চয় কর্ত্তব্য। ইতিমধ্যে একান্ত-বৈষ্ণবই পূর্ণ গুরু ও উপাসক। অন্যান্য গুরু আংশিক, তজ্জন্য উপগুরু কহে। যাজ্ঞিক ব্যক্তি বৈদান্তিকের স্থানে গেলে পূর্ব্ব যাজ্ঞিক গুরু তখন উপগুরু, এইরূপে

একান্ত-বৈষ্ণবের নিকট গেলে, যাজ্ঞিক বৈদান্তিক ও বিষ্ণু-ভক্ত ইহাঁরা উপগুরু হন। যেমন তারকেশ্বরের সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দীক্ষা গুরু প্রভৃতি উপগুরু হন।

একান্তবৈষ্ণবাং শ্রেষ্ঠঃ কোঽপি নাস্তিভূতলে।
তেন পূতা ভবেৎ পৃথ্বী স এব বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥

স্কান্দে।

একান্ত-বৈষ্ণবাপেক্ষা প্রধান ভূমণ্ডলে আর কেহ নাই। তাঁহার দ্বারা ধরা পবিত্র হয় এবং তিনিই সাক্ষাৎ অব্যয় বিষ্ণুস্বরূপ।

একান্ত-বৈষ্ণব অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু, তিনিই পূর্ণগুরু। অপূর্ণ গুরুকে উপগুরু কহে। বিবিধাঙ্গ সাধন-ভক্তিবিশিষ্ট বিধিমার্গ প্রভৃতি পূর্ণ উপাসনার পন্থা নহে, সে সব গুরুও পূর্ণগুরু নহেন, তাঁহাদিগকে উপগুরু বলা হইয়াছে। প্রাণের সর্ব্বস্ব ধন ভগবান ও শুদ্ধভক্তিদাতা ভিন্ন বহির্বিষয় প্রদাতাকে উপগুরু কহে।

মনুষ্যের তিনটি অবস্থা প্রধান। যেমন, তিন ধাতুতে জীবনী-শক্তি। প্রথম পশুত্ব, দ্বিতীয় মনুষ্যত্ব, তৃতীয় দেবত্ব। মাতা পিতা ও শিক্ষক প্রভৃতি গুরুগণের উপদেশ, আচার্য্যের গায়ত্রী মন্ত্র ও সৎক্রিয়া দর্শনে পশুভাব বিনাশে বিবেক-বুদ্ধির উদয় হয়। দ্বিতীয়াবস্থায়, যাহার কিঞ্চিৎ আভাসেই কর্ম্মবিপাক বিনষ্ট হয়, সেই ভক্তি-মার্গে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিলে "মনুষ্যত্ব" "কৃষ্ণ ভজিবার তরে

সংসারে আইনু” এই কর্ত্তব্য বিধান হয়। শাস্ত্রে বলে, “মন্ত্রদাতা গুরু প্রোক্তা।” উক্ত কৃষ্ণমন্ত্রদাতা যিনি, তিনি কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য গুরু। তৃতীয়াবস্থা, সন্ন্যাস দ্বারা “দেবত্ব” কৃষ্ণের সহিত অভেদস্বরূপ হয়। এই সন্ন্যাসমন্ত্র-দাতা গুরুই পূর্ণগুরুদেব। সেই পূর্ণ ও মহৎ গুরু দ্বারা নিজে মহৎ পরম পদ লাভবান হয়। তদ্‌পর আর কোন মন্ত্রের আবশ্যক হয় না, সেই গুরুর পূর্ণত্ব নিজে প্রাপ্ত হইয়া নিজেও গুরুত্বে ও দেবত্বে পূর্ণ হয়। এই প্রকার তন্ময়াত্মক ও পূর্ণাত্মপ্রদায়ক গুরু পূর্ণ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তদ্ভিন্ন অন্যান্য উপগুরু। স্বয়ং ভগবানের সহিত সমুন্নত উজ্জ্বল রসাত্মিকা ভক্তি দ্বারা অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, বিরহ বিচ্ছেদাতীত চিরন্তন বিশুদ্ধভাবে স্থায়ী, চরম পরম গতি-প্রদায়ক সন্ন্যাস গুরু সকাশে অন্য সকলই অকিঞ্চিৎকর; ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

দ্বিজত্ব সংস্কারের দীক্ষাগুরু দ্বিজ (কর্ম্মী উপগুরু) সেই দ্বিজকে চতুর্থাশ্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য, সেই যজ্ঞসূত্র ও শিখা ত্যাগ করিতে হয়; যেহেতু সন্ন্যাস গুরুই পূর্ণ দীক্ষাগুরু, অন্যান্য উপগুরু। শ্রীগৌরাঙ্গ দেব নিজে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন;— “যজ্ঞসূত্র শিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসদ্বিজন্মনাম্।” মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অতঃ দীক্ষা মহা দীক্ষা উপদীক্ষা ততপরং।
কালে কালেচ কর্ত্তব্যং উপদেশ ক্তত কলৌ॥ তন্ত্র।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগে মহা দীক্ষা, দীক্ষা ও উপ-দীক্ষা প্রচলিত ছিল। কলিতে শিক্ষাই প্রশস্ত। এজন্য শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষা নিষ্প্রয়োজন হইয়াছে।

এতন্মন্ত্রং সুত শ্রেষ্ঠ প্রথমং শৃণুয়ান্নর।
শ্রুত্বা দ্বিজমুখাৎ পুত্র দক্ষ কর্ণে তপোধন ॥

রাধাতন্ত্র।

নরগণ দ্বিজ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, শাস্ত্র আজ্ঞা আছে। দ্বিজ দ্বারা অর্থে "সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে" সেই সংস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝায়, কিন্তু সংস্কার পরিত্যক্তাশক্ত চিত্ত কিংবা ত্যাগী ব্যক্তিকে বুঝাইবে না। এইরূপে ব্রহ্মমন্ত্রোপাসনেচ্ছুক ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী দ্বিজের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে, বিষ্ণুমন্ত্র স্থানে নহে। আর "সন্ন্যাসাদ্দ্বিজন্মনাম্" সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও দ্বিজ হয়। এ সিদ্ধান্তেও সন্ন্যাসত্যাগীকে গুরু বুঝাইবে না। ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ জন্য ব্রহ্মসন্ন্যাসী গুরু আর কৃষ্ণ—বিষ্ণু মন্ত্র গ্রহণ জন্য বিষ্ণু-সন্ন্যাসী বৈষ্ণব গুরু হইবে। কলিতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিহিত নহে, এজন্য উক্ত ব্যবস্থা অসিদ্ধ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্য ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রম দ্বৌ কলৌযুগে ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ॥

হে শিবে! কলিতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বানপ্রস্থাশ্রম হইবে না। গার্হস্থ্যাশ্রম ও ভিক্ষুকাশ্রম, এই দুই আশ্রম

প্রচলিত থাকিবে। যেহেতু বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের উপাসনার গুরু ভিক্ষুকাশ্রমী বিষ্ণুসন্ন্যাসী বৈষ্ণবই প্রসিদ্ধ।

কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র ন্যাসী কেন নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

মহাপ্রভুবাক্য চরিতামৃতে।

গুরু হয় অর্থে পিতা, মাতা, স্বামী, দীক্ষা-শিক্ষা-গুরু স্থান পাইতে পারেন না, কৃষ্ণকথার জন্য গুরু। যেমন "অতিথি আইলে গুরু হন সবাকার" এই প্রকারের উপগুরু কহে। সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের গুরু নাই, তথাপি ভক্তস্থানে কৃষ্ণ-কথাআলাপার্থ অধিকার দিয়াছেন, এজন্য উপগুরু মাত্র।

জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

ব্রাহ্মণ বেদবিৎ, তন্ত্রবিৎ বলিয়া কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই, তজ্জন্য তন্ত্রবিহিত মন্ত্র প্রদানে তাঁহাদের অধিকার সম্ভবে না; রাগমতের গুরুত্ব ত দূরের কথা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিনব ধর্ম্ম প্রচারের সময় বর্ণাশ্রমীর গায়ত্রী দীক্ষা ছাড়াও ব্রহ্ম সন্ন্যাসীগণ দ্বারা ব্রহ্মানন্দজনিত উপাসনা প্রচলিত ছিল, সেই স্রোত পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ভক্তি দীক্ষা অর্থাৎ শিক্ষার প্রচলন করিয়াছেন। ভক্ত হইতে যে দীক্ষা, তাহাকেই ভক্তি-দীক্ষা কহে। বর্ত্তমানে তাহা শিক্ষারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। টাকাতে পয়সাদি আছে, ইহা যেমন সহজে

অনুমেয়, তদ্রূপ শিক্ষামন্ত্র কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগমার্গীয় মন্ত্রের গুণশক্তিসমন্বিত বুঝিতে হইবে।

জীব চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে মনুষ্য-জন্ম পায়। পরে কর্ম্মী, জ্ঞানী হইয়া মুক্ত হয়। কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ কৃষ্ণভক্ত হয়। সেই ভক্তের নিকট মন্ত্র গ্রহণ সঙ্গত; নতুবা ভগবানকে পাইবার আর কোন উপায় নাই। পক্ক ফল ব্যতীত বৃক্ষ জন্মে না, তদ্রূপ সিদ্ধগুরু ভিন্ন মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।

বর্ণজ্ঞানাচ্ছন্ন সমাজস্থিত পাশবদ্ধ জন মুক্ত হইলেই গুরু হন। এজন্য ছয় গোস্বামী ও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় জগৎপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। বিদ্যানিধি প্রভৃতিকে ভক্তি দীক্ষা অর্থাৎ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, আগে বীজ মন্ত্র (জ্ঞানমার্গীয় দীক্ষা) গ্রহণ করতঃ সেই বীজের কর্ত্তব্য বিষয় যাহা তাহাই শিক্ষা। এ ধারণা, পূর্ব্ব নিয়মানুগামী ও গৌণ এবং পরিবর্ত্তনশীল। দীক্ষা অন্য যুগধর্ম্ম, কলিযুগ ধর্ম্ম নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে সহজে উদ্ধার করিবার পথ দেখাইতে নাম-প্রেম বিলাইয়াছেন; প্রেমের হাট পত্তন করতঃ সাধু মহাজনকে দোকানদার রাখিয়াছেন। সেই হইতে ভক্তকে আর কঠোর করিবার আবশ্যক নাই। যে মূল্য দ্বারা জ্ঞানমার্গীয় দীক্ষা মন্ত্র খরিদ করা হইত, সেই লোভরূপ মূল্যের দ্বারাই ভক্তিমার্গীয় শিক্ষা মন্ত্র খরিদ

করিতে হইবে। তৈয়ারী ফল পাওয়া গেলে তাহা খরিদ করাই প্রশস্ত। প্রস্তুত দ্রব্যের দ্বারা সেবাকরণের নাম ভক্তি, আর সেই দ্রব্য প্রস্তুতকরণের নাম জ্ঞানযোগ। ভক্তিমানের কর্ম্মাদির আবশ্যক করে না। এক সাধন ভক্তি দুই ভাগে বিভক্ত; এক বৈধ অপর রাগানুগা। বিবিধাঙ্গ সাধনকে বৈধ, আর ইষ্টে সারসিকী পরমাবিষ্টতাকে রাগানুগা কহে। বর্ণাশ্রমীগণ লোক-সমাজ-প্রচলিত প্রথার মধ্যে থাকিয়া জীবনযাপন করিতে করিতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। মন্ত্রগ্রহণ উপাসনার জন্য, সেই উপাসনার কালে গুরু ও গুরুদত্ত মন্ত্র ভিন্ন অন্য অবলম্বন করিবেন না। তদ্ভিন্ন লোক-সমাজ-প্রচলিত দশ কর্ম্ম ও দেব-পূজাদি যেরূপ পূর্ব্বে ছিল, এখনও তদ্রূপ প্রচলিত হউক, তাহাতে আপত্তি কি? বর্ণাশ্রমীর সাধারণ কর্ত্তব্য যাহা, তাহাই বিবিধাঙ্গ বৈধভক্তি। তন্মধ্যে শ্রদ্ধারীত্যনুগা চতুঃষষ্ঠি অঙ্গ ভজন। তাহার সন্তোষজনক কারণ এই যে, গোস্বামীরা পূর্ব্বের স্মার্ত্ত মত যাহা, তাহার গৌণত্ব প্রমাণে মুখ্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তাহা হইলে ভদাচরণই বুঝিতে হইবে। তাহাতে যে দীক্ষার উল্লেখ আছে, তাহা সকামমার্গীয় কর্ম্মক্ষেত্রের উপনয়ন দীক্ষা, অপর শ্রদ্ধারীত্যনুগা জ্ঞানমার্গীয় দীক্ষা। এইরূপ আচরণই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ, তিনি দ্বিজগণের উপনয়নকালে ব্রহ্ম গায়ত্রী

ও ক্ষত্রিয়দিগকে কাম গায়ত্রী মন্ত্র দেন ও অপরাপরকে চূড়াকরণ বিধি প্রভৃতি দ্বারা আশ্রমোচিত দীক্ষাস্বামী হয়েন। সেই বৈদিক দীক্ষা হইতে আশ্রমোচিত কার্য্যে অধিকারী হয়। ব্রাহ্মণাদির বৈদিক অধিকারানুসারে দীক্ষা প্রাপ্তি হেতু বৈধ দীক্ষা কহে; সেই হইতে বৈধ ভক্তিতে অধিকারী হন। উক্ত দীক্ষা কর্ম্মমার্গীয় স্বধর্ম্মাচরণ বিষ্ণু-ভক্তি। (চৈতন্যচরিতামৃতে বৈধভক্তি বিধানের উপরে লিখিত "মুখ বাহু রুপাদেভ্যঃ ও স্মর্ত্তব্যং সততং বিষ্ণু" শ্লোক দেখিলেই এ সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত হইবে)। গায়ত্রী দীক্ষা ভোগৈশ্বর্য্য জন্য ধর্ম্মমার্গ, বিষ্ণু দীক্ষা মুক্তি জন্য শ্রদ্ধা মার্গ, কৃষ্ণদীক্ষা প্রেমরসলীলার জন্য ভক্তিমার্গ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীক্ষা মহাভাবের জন্য সন্ন্যাস মার্গ। ভক্তি দীক্ষায় কামনাশূন্যভাবে গুরু ও মন্ত্র মাত্র উপাস্য; এই কারণেই রাগমার্গ কহে।

গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিতে নাই, সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্বরূপ, "তন্মূর্ত্তি হেতুনা" সর্ব্বশক্তিমান্ এই জ্ঞান থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুর সমক্ষে অন্য দেব পূজা নিষেধ, বিষ্ণুমন্দিরেও অন্য দেব পূজা করিতে নাই। "দেবানাং সন্নিধৌ বিষ্ণোঃ পূজনং নরকং ব্রজেৎ।" পাদ্মে উল্লেখ আছে। যেহেতু উপাসনাকালে কদাচ অন্য কেহ অবলম্ব-নীয় নহে। এই সব ভ্রম সংশোধনার্থ মহাপ্রভু রাগানুগা ভক্তি ও সাধন প্রচার করিয়াছেন।

বিচার পূর্ব্বক এই বিশুদ্ধ ভজনপরায়ণ হওয়া সর্ব্ব-সাধারণেরই কর্ত্তব্য। প্রথম স্বধর্ম্মাচরণ, তৎপর বৈষ্ণবী দীক্ষা, অবশেষ সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। মন্ত্র অন্তর্যামীরূপ ও গুরু সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্বরূপ "মোর মুখে বক্তা তুমি হও শ্রোতা।" এই সাক্ষাৎকার রূপ ভজনে বিশুদ্ধানন্দ প্রাপ্ত হয়। ভক্ত ক্রমে এই সাধনার পূর্ণাবস্থা গ্রহণে আগ্রহাতিশয্য বশতঃ সন্ন্যাসাশ্রমে গতি করিতে বাধ্য হয়। এক ভিন্ন দুয়ে মন গেলেই বিচলিত হয়, ইহা নিশ্চয়। বর্ণাশ্রমীগণ বিবিধ কর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বদা অস্থির, তার পর উপাসনাতেও যদি বিবিধাঙ্গে বিচলিত হয়, তবে তাহাদের ভাগ্যে মন স্থির হওয়া সুকঠিন; আর মন্ত্র গ্রহণেরও বিশেষ কোন আবশ্যকতা অনুভব হয় না। সে কারণ উপাসনাতে একনিষ্ঠা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে পূর্ণ একমন করতঃ শান্ত ও নিষ্কাম হইতে পারে। স্বধর্ম্মের ও সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। তদ্ধেতু রাগানুগা মতে বৈষ্ণব গুরু ও পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণান্তর রাগানুগায় উন্নতি লাভ করে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এবং মহাপ্রভুর পূর্ব্ব সময় ব্রহ্ম সন্ন্যাস প্রচলিত ছিল, কলিতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও ব্রহ্মসন্ন্যাস নিষেধ জন্য মহাপ্রভু বিষ্ণু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "সদদৌ ভক্ত শাখিনে" সেই হইতে ব্রহ্ম সন্ন্যাস প্রচলিত নাই।

সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব প্রচলিত ব্রহ্মজ্ঞানমার্গীয় বিষ্ণু দীক্ষাও থাকা উচিত নহে। এক্ষণে বিষ্ণুসন্ন্যাস দ্বারা বৈষ্ণব-জগৎ চলিতেছে, তাহাতে বিষ্ণু সন্ন্যাসী গুরু ও কৃষ্ণ-মন্ত্রই পঞ্চতত্ত্বাত্মক হেতু ভক্তি দীক্ষা প্রচলিত হওয়া এক-মাত্র যুক্তি।

"বিধি মার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র।"
"বেদ ধর্ম্ম ত্যজিয়া সে কৃষ্ণকে ভজয়॥"

এই সব নিষেধ বচনের দ্বারা বৈদিক দীক্ষা কৃষ্ণ-ভজনার্থ প্রযোজ্য নহে বুঝিতে হইবে। গৌর-প্রদত্ত মতে যাহার অমত না থাকে, তাহার গৌরাঙ্গ স্বরূপ গুরুতে আপত্তি থাকাও সঙ্গত নহে। সে কারণ ব্রজ উপাসনা স্থানে পূর্ব্ব-প্রচলিত জ্ঞানমার্গীয় বিষ্ণু দীক্ষা নিষ্প্রয়ো-জন। ব্রজ প্রেম দিবার জন্য যখন চৈতন্যস্বরূপ গুরু বর্ত্তমান আছেন, সে স্থানে অন্যকে অবলম্বন করিলে গুরুকে দুর্ব্বল ও অবমাননা করা হয়।

যথা মৃত ন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনম্।
এবং তৎ পরজ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনম্।

নন্দিপুরাণ।

অমৃত দ্বারা তৃপ্তব্যক্তির যেমন দুগ্ধের প্রয়োজন হয় না, সেই প্রকার পরতত্ত্বজ্ঞাতা ব্যক্তির আর বেদে প্রয়োজন নাই।

এ কথার সহজার্থ এই যে, যিনি গুরু হইবেন, তিনি বহু সাধ্য সাধনার দ্বারা সিদ্ধ।

যতদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপশ্যতনুভা, য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশ বিভবঃ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।

যিনি উপনিষদে ব্রহ্ম শব্দে পরিকীর্ত্তিত, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দেহকান্তি বলিয়া জানিবে; যোগিবৃন্দ যোগশাস্ত্রে যাঁহাকে সর্ব্বভূতান্তর্যামী পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ বিভূতি বলিয়া জানিবে এবং শান্তগণ তত্ত্ব বিচারবলে যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তিনিই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (স্বরূপ); অতএব একমাত্র কৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন ত্রিজগতে পরমপরতত্ত্ব দ্বিতীয় কেহই নাই।

উপরোক্ত শ্লোকে উপাস্য উপাসক অতি সুস্পষ্ট ভাবে মীমাংসা করিয়াছেন, এই শ্লোকার্থ দৃষ্টে অধীকারী ভেদ বুঝিতে কালবিলম্ব হওয়া সঙ্গত নহে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, কৃষ্ণেরই বিহার। যাঁহার অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম-অংশ পরমাত্মা ও স্বরূপ ভগবান, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে একমাত্র উপাস্য, তাহাতে আর সন্দেহ কোথায়? গোলোক হইতে অখিলাত্মভূক্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি সবই তাঁহার। সে কারণ নিজ প্রাণীবর্গের মলিন দশা দর্শনে করুণা করতঃ

অবতীর্ণ হইয়া তক্ষকের ন্যায় আপন নাম আপনি বিতরণে জীবের পাপ তাপ বিনাশ করতঃ রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলায় অধিকারী করিয়াছেন।

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদেন প্রভু জীবের লাগিয়া।
চেতন করাইল জীবে চৈতন্য নাম দিয়া॥

ভক্তিতত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম পঞ্চ তত্ত্বপূর্ণ। সেই নাম জীবকে দিয়া চেতন করিয়াছেন। জীব সেই চৈতন্য নাম না পাওয়া পর্য্যন্ত মায়ামুগ্ধ ভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না; সে কারণ শিক্ষা মন্ত্র সাদরে গ্রহণীয়।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্ত অবতার, ভক্ত নাম, ভক্ত-শক্তি এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণকে নমস্কার। কথিত পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ মন্ত্র ভিন্ন "ক্লীং কৃষ্ণ" এই অদ্বৈত ব্রহ্মমন্ত্র দিবার অধিকার বৈষ্ণবের নাই।

দীক্ষাচার্য্য নির্ণয়ে "আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকে সর্ব্বদেবময় গুরু বলায়, বিষ্ণুকে গুরু নির্ণয় করিয়াছেন। যিনি বিষ্ণু, তিনিই গুরুরূপে উদয়। সেই বিষ্ণু স্বরূপ গুরুর মন্ত্রও বিষ্ণুমন্ত্র। সেই শ্রদ্ধারীতি-প্রবর্ত্তক জ্ঞান-মার্গীয় বিষ্ণু মন্ত্রকে ব্রহ্মমন্ত্র, দীক্ষা মন্ত্র ও বীজ মন্ত্র কহে। পরব্যোম ধামকে ব্রহ্মসংজ্ঞ ধাম কহে। (প্রকাশ থাকে

যে, আচার্য্য-গুরু বলিতে আশ্রমোচিত গুরু ও বিষ্ণু মন্ত্র অর্থে গায়ত্রী মন্ত্র নহে।)

এবং যস্যৈকরূপং বিলসতি পরব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং।
স শ্রীকৃষ্ণ বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান প্রেমতৎপাদভাজাং॥

যাঁহার রূপের বিলাস পরব্যোমে নারায়ণ, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এই জগতে তাঁহার চরণারবিন্দ ভজনকারীদিগকে নিজ বিষয়ক প্রেম অর্পণ করুন।

দীক্ষা নারায়ণাত্মক মন্ত্র ও শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণাত্মক মন্ত্র, এই শ্লোক দ্বারা বুঝিতে হইবে। সে কারণ পূর্ব্ব যুগের দীক্ষাপ্রণালী পরব্যোম নারায়ণ হইতে আসিয়াছে।

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

অরিগণ ও প্রিয়গণ একই পদার্থকে লাভ করে, কিন্তু সেই পরম তত্ত্বের প্রকাশ-ভেদে উভয়ের কৃষ্ণ-প্রাপ্তির তারতম্য ঘটে। সূর্য্য ও কিরণ দুই এক পদার্থ হইলেও অঙ্গাঙ্গীভাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা আছে। কৃষ্ণ ও ব্রহ্ম মূলতঃ এক তত্ত্ব হইলেও দ্বেষীরা কিরণস্থানীয় ব্রহ্মগতি আর প্রিয়গণ সূর্য্যস্থানীয় পরম নিত্যলীলায় গতি প্রাপ্ত হয়।

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধ মন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধামতে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥ ভাঃ।

পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল, উর্দ্ধরেতা ও দিগম্বর মুনিগণ এবং শান্ত ও নির্ম্মলচিত্ত সন্ন্যাসিবৃন্দ মদীয় ব্রহ্ম সংজ্ঞ ধামে গমন করেন।

এই সমস্ত ভক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মকে (বিষ্ণুর সর্ব্বভূতস্থিত রূপকে ব্রহ্ম কহে) দীক্ষা মন্ত্রের উপাসনা দ্বারা লাভ করিয়াছে। শ্রুতি উপাসক মুনিগণ, ঋষিগণ, দেবকন্যাগণ অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা রূপ দর্শন পান, তৎপর দ্বাপরে নিত্যচিন্ময়ী গোপী-অনুগা হইয়া "শ্রীঁং রাধা ক্লীঁং কৃষ্ণ" এই পূর্ণ তত্ত্বস্বরূপ মন্ত্র সাধনে রাধাকৃষ্ণ মিলনলীলা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বীজ মন্ত্রকে অব্যক্ত মন্ত্র কহে, তদ্দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার ব্রহ্ম দর্শন হইতে পারে। বীজে বৃক্ষোৎপাদিকা গুণশক্তি আছে বলিয়াই লোকে রোপণ করে, তথাপি সম্ভাবনার উপর নির্ভর করতঃ সমূহকার্য্য করিতে হয়। সেই বীজ পঞ্চভূতের সংযোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ফল ধারণ করে, ফল পাইলে মনোরথ পূর্ণ হয়। এইরূপে অন্যান্য যুগের বীজ-মন্ত্রের সাধনার পরিণাম ফল রূপে অন্য যুগের উত্তমা ভক্তির উপাসকগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বর্ত্তমান যুগে চৈতন্যপ্রেম কল্পবৃক্ষ স্বপ্রকাশ হইয়াছেন। সেই হইতে সম্পূর্ণ অভাব দূরীভূত হইয়াছে।

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
অস্তিচেৎ কল্পনেয়ং স্যান্নাস্তি চেদস্তি চিন্ময়ঃ॥ শিবসং।

চৈতন্য হইতে জগতাদি চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, এই ধারণার দ্বারাই চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুমিত হইতেছে, অতএব চিন্ময় চৈতন্য পুরুষ যে আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেই চৈতন্য বিন্দু, অব্যক্ত বীজ মন্ত্র আর পঞ্চনামতত্ত্বে ব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মন্ত্র। ফল প্রাপ্ত হইলে পৃথক ভাবে বীজের অনুসন্ধান আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ পঞ্চতত্ত্বাত্মক শিক্ষা মন্ত্র পাইলে আর দীক্ষা বীজ মন্ত্রের কোন আবশ্যক থাকে না। আদি অন্তই চৈতন্য বিকাশ। অব্যক্ত ভাব কেহ বুঝিতে পারে না, স্বরূপে ব্যক্ত হইলে মানবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। বীজ ক্ষিত্যাদির গুণশক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ফল ধারণ করে। সেই বীজের পূর্ণ ব্যক্তাবস্থা ফল, তদ্রূপ সৃষ্টিকর্ত্তার (ঈশ্বর-শক্তি ও চিচ্ছক্তি) ও জ্ঞানমার্গীয় দীক্ষা বীজ মন্ত্রের ব্যক্তাবস্থা সম্পন্ন পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণমন্ত্র।

অব্যক্ত ভাবসম্পন্ন দীক্ষা ব্রহ্মমন্ত্র "ক্লীং কৃষ্ণ, বিষ্ণু ক্লীঁং কেশবায় নমঃ" ইত্যাদি। কেবল বীজ বলিলে কেহ বুঝিতে পারে না, তজ্জন্য আম্রবীজ, ধান্যবীজ এইরূপ বলা হয়; তদ্রূপ "ক্লীং কৃষ্ণ" প্রভৃতি বলা হইয়াছে। ক্লীং, বীজ হইতে পঞ্চতত্ত্ব ব্যক্ত হইতে পারে, যেমন ক্ষিত্যাদি সংযোগে বীজে বৃক্ষোৎপন্ন হয়। অব্যক্ত ভাবে ক্লীঁং প্রভৃতি বীজে পঞ্চতত্ত্বোৎপাদিকা গুণশক্তি আছে, ক, ল, ী, ং, ঁ, এই পঞ্চ বিন্দু রেখার গুণ হইতে শব্দ গন্ধ রূপ

রস স্পর্শ, তাহা হইতে নাম, মন্ত্র, ভাব, প্রেম, রস প্রভৃতিতে ভক্তরূপ ভক্ত স্বরূপ, ভক্ত অবতার, ভক্ত নাম ও ভক্তশক্তিরূপে ব্যক্ত হয়। ক যেমন বিন্দু রেখাদির পূর্ণাবলম্বন, সেইরূপ কৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে পূর্ণাবতীর্ণ।

ক,	পৃথিবী,	স্পর্শগুণ,	মধুররস ও ভাব,	স্তম্ভন বা উৎপত্তি বীজ
ল,	জল,	রস ”	বাৎসল্য ”	মোহন ”
ী,	তেজ,	রূপ ”	সখ্য ”	শোষণ ”
ং,	মরুৎ,	গন্ধ ”	দাস্য ”	মাদন ”
ঁ,	আকাশ,	শব্দ ”	শান্তি ”	মদন ”.

কয়ের ব্যক্ত স্বরূপ (আধার) কৃষ্ণচৈতন্য, লয়ের নিত্যানন্দ, ী র অদ্বৈত, ং র, শ্রীবাস, ৺র গদাধর। এই সবের দ্বারা কৃষ্ণ-চৈতন্য সংজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। এই তত্ত্বের আত্মা (মূল) "কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধা কৃষ্ণ" আর ব্যক্ত পূর্ণনাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই সকল কারণে সাধন মার্গে পঞ্চনাম শিক্ষা ও সন্ন্যাস মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্র অনাবশ্যক।

বীজ যেমন বহু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়ার পর ফল ধারণ করতঃ অপরিবর্ত্তনীয়াবস্থা ও অখণ্ডত্ব সিদ্ধ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কথিত বীজ বিবিধ নাম গুণে অবস্থান্তরিত ভাবে উপাসনা-ভেদে যুগাবতার মন্বন্তরাবতার ও অংশ স্বাংশাদির এবং স্বয়ং ভগবানের নাম গুণে উপাসিত হইতেছে, সে কারণ অখণ্ডত্ব সিদ্ধ নহে। কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবানের বীজ মন্ত্র যুগান্তরে যুগান্তরে পরিবর্দ্ধিত হইতে

হইতে বর্ত্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হইয়া প্রকাশ হইয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণাত্মক মন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। আম্র ফল প্রথমতঃ শ্যামবর্ণ, পক্ক-কালে গৌরবর্ণ, এই মন্ত্রের সাধন সিদ্ধিও এই প্রকার।

জ্ঞানমার্গীয় দীক্ষা ও ভক্তিমার্গীয় শিক্ষা মন্ত্রের প্রভেদ ও বিভিন্ন লক্ষণ, যেমন বীজ ও ফল, এক ফোঁটা মেঘের জলও মেঘ, গোষ্পদের জলও সমুদ্র, অনুমিত বিন্দুও সবয়ব মনুষ্য, একটী রেণুকণাও পৃথিবী, স্ফুলিঙ্গের কণাও জলদগ্নিরাশী, একাক্ষরও ভাগবত।

তৎসাক্ষাৎ করুণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥

হরিভক্তিসুধোদয়।

হে জগদ্‌গুরো! আমি তোমার সাক্ষাৎ সঞ্জাত বিমল আনন্দ সাগরে নিমগ্ন; ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ আমার সমীপে গোষ্পদের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক সম॥—চৈঃ চঃ।

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধ গুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তি সুখাম্ভোধেঃ পরমাণু তুলামপি॥

গোস্বামীবাক্য।

ব্রহ্মানন্দ সুখ কোটি কোটি গুণ হইলেও ভক্তিসুখের নিকট পরমাণুবৎ।

ব্রহ্ম সুখানুভবজনিত উপাসনাকে দীক্ষা উপাসনা কহে। সেই উপাসনাতে অব্যক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মের অনুভবনীয় জ্ঞান মাত্র সঞ্জাত হয়। ভক্তিমার্গ সাক্ষাৎ স্বরূপ সাধন, "ভক্তি সাক্ষাৎকার রূপা" সেজন্য ব্যক্ত ও পূর্ণ উপাসনা শিক্ষা নামে অভিহিত হইয়াছে।

পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ, তিনি রসিক শেখরাবস্থায় ক হইতে গুণাদি বিশেষে নন্দনন্দন কৃষ্ণ, ল হইতে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা, ী হইতে গোলোকনাথ গোবিন্দ, ং হইতে মথুরানাথ কৃষ্ণ, ৺ হইতে দ্বারকানাথ কৃষ্ণ, তজ্জন্য কৃষ্ণকৃষ্ণ গোবিন্দ রাধাকৃষ্ণ, এই পঞ্চনাম প্রসিদ্ধ। করুণাবতার অবস্থায় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর। পূর্ণ সংজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরম পরতত্ত্ব।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥—গীতা।

যাহাদের চিত্ত অব্যক্তে আসক্ত, তাহাদের প্রাপ্তি বিষয়ে অধিকতর ক্লেশ হয়। অতএব শরীরীরা অতি দুঃখে ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকে। এই জন্য দ্বৈতবাদ ও অবতার বাদ বিশিষ্ট ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় ভক্তিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

বিজ্ঞান ঘনানন্দাঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে
ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।—শ্রুতি।

বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় সচ্চিদানন্দ অনির্ব্বচনীয়

রসময় ভক্তিযোগে অবস্থিতি করেন, তদ্ধেতু ভক্তিমার্গীয় পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণমন্ত্র সাধন সর্ব্বোত্তম পন্থা।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণম্॥

ব্রহ্মসংহিতা।

সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি সকলের আদি কিন্তু তাঁহার আদি কেহ নাই, তিনি গোবিন্দ এবং সর্ব্ব কারণ কারণ, অর্থাৎ কারণীভূতা মায়ারও কারণ। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। বিগ্রহ অর্থে শ্রীমূর্ত্তি, পরিণাম বাদে যাঁহাকে ভগবান বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তিনিই অনাদি শ্রীকৃষ্ণ।

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংধাম জগদ্ধাম নমামিতৎ॥

ভাগবত।

শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম পদার্থই ভাগবতের দশম স্কন্ধের লক্ষ্য। তিনি আশ্রিতবৃন্দের আশ্রয়-বিগ্রহরূপী, পরম ধাম ও জগতের আধার স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্, তদ্ভিন্ন তাঁহার গুণশক্তিসমন্বিত মূর্ত্তি বিশেষ। সেই সব অবতারগণ বিবর্ত্তবাদ (অবস্থান্তর ভান) মতে ঈশ্বর। পরিণাম বাদে (অপরিবর্ত্তনীয় মূল রূপ) একমাত্র পূর্ণ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বধাম, সর্ব্বাংশি, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাদি শ্রীকৃষ্ণ।

এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।

ভাগবত।

সূতমুনি বলিয়াছেন, রাম নৃসিংহাদি যে সকল অবতারের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তন্মধ্যে কেহ কেহ ভগবানের অংশ কেহ বা তদীয় বিভূতি কিন্তু সর্ব্বশক্তিমত্তা নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণাবতার স্বয়ং ভগবান, যুগে যুগে দানব-পীড়িত লোককে রক্ষার নিমিত্ত বিবিধ স্বরূপে (অবতার-রূপে) আবির্ভূত হইয়া রক্ষা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অবতার ছয় প্রকার, ১ পুরুষাবতার, ২ লীলাবতার, ৩ গুণাবতার, ৪ মন্বন্তরাবতার, ৫ যুগাবতার, ৬ শক্ত্যাবেশাবতার। পুরুষাবতার বিরাট, কারণ ও হিরণ্যগর্ভ, উপাধিযুক্ত. সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন। লীলা-বতার অসংখ্য. তন্মধ্যে প্রধান মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ রঘুনাথ বামন অশ্ব হংস এবং দেব। গুণাবতার সত্ত্বগুণে বিষ্ণু, রজঃগুণে ব্রহ্মা, তমগুণে শিব। ব্রহ্মা ও শিবকে ভক্তাবতারও বলে, কেন না, চতুর্ম্মুখে ও পঞ্চমুখে কৃষ্ণ নাম করিয়াছেন।

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্।

ভাগবত।

ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন, আমি (ব্রহ্মা) তদীয়

আদেশে বিশ্ব সৃষ্টি করি, মহেশ্বরও তাঁহার বশীভূত হইয়া বিশ্বসংহার করেন। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা, মায়াশক্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক নিজে বিষ্ণুরূপে রক্ষা করিতেছেন।

মন্বন্তরাবতার, যজ্ঞ, বিভু. সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিশ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু। যুগাবতার, সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ ও কলিতে পীতবর্ণ শ্রীপতি। শক্ত্যাবেশাবতার সনকাদি নারদ, পৃথু, পরশু-রাম, জীবরূপী ব্রহ্মা, শেষদেব, ধরাধর, অনন্ত। কথিত অবতারগণ অংশ ও বিভূতি। পূর্ণতত্ত্ব রূপ তুরীয় স্বয়ং ভগবান সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রকুমার সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সর্ব্বোপাস্য। সে কারণ মূল সঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ মহাবিষ্ণু অদ্বৈত প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপাসনা করিয়া-ছেন। যাঁহার আদি বা উপাস্য আছে, তিনি উপাস্য হইতে পারেন না।

হরির্হিনির্গুণং সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥ ভাগবত।

হরিই সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, তিনি সাক্ষীরূপে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং সকলের উপদেষ্টা, সুতরাং তিনি প্রকৃতির অতীত। তাঁহার উপাসনা করিলে গুণাতীত হওয়া যায়। নির্গুণ অর্থে কোন কার্য্য কারণ বশীভূত নহে, তূরীয় মায়া গন্ধহীন।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচনঃ॥ পাদ্মে।

সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর হরিই একমাত্র আরাধ্য, তদ্ভিন্ন ব্রহ্মারুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে অবজ্ঞা করিবে না।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকম্॥ গীতা।

হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধি পূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে।

এই প্রকারে সমূহ শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য বিধিতে।

কৃষ্ণএব পরদেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ—উল্লেখ আছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যান্য উপ-উপাস্য। পূর্ণ-নিত্য-মুক্ত উপাসনায় কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহ উপাস্য নহে।

সাধনার প্রারম্ভে কামনা বাসনা বিমুগ্ধ চিত্তে অংশ ও বিভূতির উপ-উপাসনায় প্রবর্ত্ত হইয়া সৌভাগ্য বশতঃ যদি বুঝিতে পারে, যে বাসনা বিধৌত না হইলে পরম নিত্যগতি প্রাপ্ত হয় না, তখন সেই সংশয়মুক্ত সাধকোত্তম ব্যক্তি উপমন্ত্র উপাসনায় বিরত হয়।

আগ্রহীদন্য মন্ত্রাণি তত্ত্যাক্তা সাধকোত্তমঃ।
গ্রহীতথং কৃষ্ণমন্ত্রং মন্ত্রত্যাগী ভবেন্নহি॥ পাদ্মে।

অন্য মন্ত্র গ্রহণান্তর সাধকোত্তম ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ

করতঃ কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহাতে মন্ত্রত্যাগী হয় না। ভ্রান্ত পথ ত্যাগে অভ্রান্ত পথে যাওয়ায় যেমন কোন দোষ নাই, তদ্রূপ গুণময় উপাসনা ত্যাগান্তর নির্গুণ উপাসনা ও উপমন্ত্র ত্যাগান্তর পূর্ণ মন্ত্র গ্রহণ করায় কোন দোষ নাই। অতএব অতি উল্লাসিতান্তঃকরণে জগজ্জীবন জগত্তারণ পরম করুণাময় রসরাজ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদে শরণাপন্ন হওয়া জীবনের পূর্ণ সদ্গতিপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে॥
"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তার কাম।"

পঞ্চতত্ত্বপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন ব্রজপ্রেম দিবার আর কেহ নাই। অন্যের দ্বারা অর্থাৎ নিত্যানন্দাদির দ্বারা কলিযুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি বিনা অর্থে চৈতন্য বিনা, বর্ত্তমানে তদ্স্বরূপ সন্ন্যাসী বিনা ব্রজপ্রেম দিবার আর কাহারও অধিকার নাই, সুতরাং ব্রজপ্রেম লাভে যাহার ইচ্ছা, তাহার পক্ষে বৈষ্ণবগুরু একমাত্র কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব গুরুর নিকট যে মন্ত্র গ্রহণ করা হয়, তাহাকেই শিক্ষা মন্ত্র কহে। বৈষ্ণবগুরু সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। কেহ কেহ বুঝিতে না পারিয়া দীক্ষা গ্রহণ করতঃ পরে শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষাগুরু দীক্ষামন্ত্রকে শিক্ষা-মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতঃ সংজ্ঞাপূর্ণ করিয়া মন্ত্র প্রদান করেন,

তজ্জন্য দীক্ষামন্ত্রকে প্রভেদ পূর্ব্বক ভিন্নভাবে জপাদির আবশ্যক করে না। যেমন, পৃথিবী পঞ্চগুণে পূর্ণ, ভাবের মধ্যে মধুরভাব পূর্ণ, তদ্রূপ শিক্ষামন্ত্র মন্ত্রের মধ্যে পূর্ণ। দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবে যেমন রাধা কৃষ্ণলীলাগোচর হয় না, সেই প্রকার পঞ্চমন্ত্র বৈষ্ণবগুরু ব্যতীত রাধাকৃষ্ণলীলা গোচর হইতে পারে না।

দুরমতি যত, পামর পাষণ্ড,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল,
যাচিয়া গো ঘরে ঘরে॥

করুণা করতঃ জীবের ঘরে ঘরে নাম দিয়াছেন! দুর্ম্মতিদিগকেও করুণায় বঞ্চিত করেন নাই। ইহাকেও শিক্ষা কহে। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানকে, ভজনার জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি অঙ্গকে অন্য যুগে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিত। ইতিমধ্যে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান উদয় হইয়া গোলোকে ব্রজের সহ বিহার করেন।

সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥

সেই পূর্ণের প্রেমমার্গীয় পূর্ণ উপাসনার নিকট ঐশ্বর্য্য জ্ঞান তুলনায় অনেক লঘু, সুতরাং পূর্ণ তত্ত্ববোধ না থাকায় পূর্ণ তত্ত্বরূপ ব্যক্ত হয় নাই। সেই পূর্ণতত্ত্ববোধক উপাসনার নাম শিক্ষা।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥

যাহাতে কৃষ্ণপ্রীতি সম্পন্ন হয় না, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে পরিত্যজ্য। "জ্ঞান বৈরাগ্য কভু নহে ভক্তির অঙ্গ" এই সব কারণে পূর্ব্বাচরিত দীক্ষামন্ত্র সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। ভক্তের নিকট মন্ত্র গ্রহণে ভক্তিমান হইলে ভগবদ্‌প্রেমে অধিকারী হইতে পারে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব অনর্পিত সমুন্নত উজ্জ্বল রসাত্মিকা ভক্তিকে প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া শিক্ষাগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই পূর্ণ মহাজন প্রেম চিন্তামণি প্রভু ধনীর প্রদর্শিত পথে অনুগমন করিতে হইলে পঞ্চনাম (পূর্ণমন্ত্র) ও ভক্ত শ্রেষ্ঠরূপ বৈষ্ণব (পূর্ণগুরু) শিক্ষা-গুরু প্রয়োজন। এই বর্ত্মে অন্য দীক্ষার কোনই আবশ্যক নাই।

স্বয়ংয়ের অবতার হয় যেই কালে।
আর আর অবতার তাতে আসি মিলে ॥

পূর্ণের মন্ত্র পাইলে খণ্ডের মন্ত্রের আবশ্যক থাকে না। পূর্ণের উপাসনা পদ্ধতি পাইলে আংশিক উপাসনা পন্থা আবশ্যক হয় না। বৃক্ষের মূলে জল দিলে পল্লবাদি আপনি সিঞ্চিত হয়, পৃথকরূপে জল দিতে হয় না। তদ্রূপ শিক্ষা উপাসনায় সমস্তকেই উপাসনা করা হয়। পরম দয়াল অবতারে উপাসনার গৌণত্ব ও ভ্রান্তি এবং বুদ্ধির

অপরিমার্জ্জিতাবস্থা সংশোধন পূর্ব্বক প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতিকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। গোস্বামিগণ দ্বারা পূর্ব্ব-প্রচলিত স্মার্ত্ত মতকে গৌণ বলিয়া প্রমাণ করতঃ মুখ্য গোস্বামী মত সংস্থাপন করিয়াছেন। দুইটী মতের মধ্যে পর প্রচারিত মতই মুখ্য, তদ্রূপ এই শিক্ষা সর্ব্বো-পাসনা হইতে মুখ্য।

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়িনঃ।
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতা।

পদ্মপুরাণ।

সম্প্রদায়বিহীনা সে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলামতা।
সাধনঞ্চ ন সিদ্ধন্তি কৌটিকল্প গতিরপি ॥

গৌতমীয়ে।

সম্প্রদায়বিহীন যে মন্ত্র তাহা শতকোটিকল্প কাল সাধন করিলেও সিদ্ধ হয় না, সে কারণ অসম্প্রদায়ী সমাজ-স্থিত ব্যক্তির মন্ত্র গ্রহণ নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

কৃত্বা সংপূজ্য বিধিবৎ সম্প্রাদায়হীনং গুরু।
প্রযাতি নরকং ঘোরং ক্রিয়াচ নিষ্ফলা ভবেৎ ॥

যোগতত্ত্ব সাগরে।

সম্প্রদায়হীন জনকে বিহিত নিয়মে গুরুত্বে বরণ করিলে ঘোর নরকে গমন হয়, আর ক্রিয়াতেও কোন ফলোদয় হয় না।

কর্ম্মী গুরু ন কর্ত্তব্যঃ কর্ত্তব্য মহতাশ্রয়ম্।
পাষাণে ক্রিয়তে নৌকাঃ ন তরন্তি ন তারয়েৎ॥
হরিভক্তি।

কর্ম্মী (দশকর্ম্ম বিশিষ্ট বর্ণাশ্রমী) গুরু গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে, মহৎ পদাশ্রয় কর্ত্তব্য। পাষাণের দ্বারা নৌকা প্রস্তুত করিলে সে নিজে পার হইতে পারে না, অন্যকে পার করিতেও পারে না। সে কারণ গৃহস্থ গুরু করিলে মনোরথ সিদ্ধ হয় না।

বর্ণাশ্রমীকে বর্ণাশ্রমী আত্ম সমর্পণ করিলে গ্রহণ করিতে পারে না। আত্ম সমর্পণ অর্থে—আমার বলিতে যে ধন, জন, দেহ, মন, প্রাণ, জাতি, কুল, শীল, অভিমান প্রভৃতি এবং তদ্‌সম্বলিত ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ ও সিদ্ধ কামনাদি পরিত্যাগে উত্তমা ভক্তি বর্ত্মে, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা মধুর ভাব অঙ্গীকার করাকে পূর্ণ আত্ম সমর্পণ কহে। সে কারণ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত গোপীভাব সুবলিত (বিষ্ণু সন্ন্যাস সংস্কার) ভেককালে নাম ও গোত্রাদি ত্যাগ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ কিম্বা "নিবেদয়ামি চাত্মানাং ত্বং গতি পরমেশ্বরং" প্রত্যহই বলা হয়, তাহাতে সমর্পণও হয় না, তিনিও গ্রহণ করেন না। একবার পূর্ণভাবে "আমি নিশ্চয় তোমার হইলাম" বলিলে আর নিত্য নিত্য বলিবার আবশ্যক হয় না। ব্রহ্মচর্য্য এবং বানপ্রস্থা-শ্রমীগণ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ ও সিদ্ধকামী। এইরূপ

আত্মসুখ থাকায় পূর্ণাত্ম সমর্পণ হয় না, কাজেই পরিবর্ত্তনীয়। চতুর্থাশ্রমে সন্ন্যাসের আর পরিবর্ত্তন নাই, এবং তদ্‌পর আর কোন আশ্রমও নাই। সেই সন্ন্যাসীগণ সর্ব্বসাধারণের আত্মগ্রহণ পূর্ব্বক পাপ, তাপ, অপরাধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত করতঃ, স্বাভাবিক নিষ্কামা মধুরা একান্ত অহৈতুকী প্রেমভক্তি সঞ্চার করেন। তদ্ধেতু নিরাপত্যে ভক্তি দীক্ষা গ্রহণই যুক্তিযুক্ত। বর্ণাশ্রমী গুরু হইলে তিনি নিজেই উদ্ধার হইতে পারেন না, বলিয়াই শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডের আবশ্যক করে।

যাঁহারা কুলত্যাগান্তর ভবপাড়ি দিতেছেন, তাঁহাদের তরি ধরা উচিত। পাশমুক্ত মহৎ গুরু এজ্জন্য কর্ত্তব্য-বিধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি ও নানা দেবপূজা বৈষ্ণবের পক্ষে নিষেধ বিধি। এই সব কারণে বর্ণাশ্রমীর (ত্রাণ ও পার-কর্ত্তারূপ) গুরুত্ব নিষেধ বিধি হইয়াছে।

শাস্ত্রে ভক্তিলতা বীজ বলিয়া উল্লেখ আছে। এই হেতুও ভক্তগুরু আবশ্যক। যাহার প্রাণে ভগবানের ভক্ত হইবার বাসনা আছে, তাহার পক্ষে একান্ত ভক্তের মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্র বিষবৎ ক্রিয়া প্রযোজক জ্ঞানে পরিহর্ত্তব্য। ভক্তিলাভ করিতে হইলেই ভক্তি কণ্টক ত্যাগ আবশ্যক। জাতিবিদ্যা মহত্বঞ্চরূপ যৌবনমেবচ ইত্যাদি।

কেহ কঠিন পরিশ্রমে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করতঃ বিক্রয়ার্থ হাটে আনয়ন করে, আর কেহ সেই পদার্থের

জন্য কোন পরিশ্রম করে না, উচিতমূল্য দিলেই প্রাপ্ত হয়। এতদ্বারা ভক্তি সাধনার সরল মীমাংসা এই, যিনি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন, তিনি গুরু, আর যে জন গ্রহণ করিতেছে, সে ভক্ত। তাহা হইলে ভক্তের কর্ত্তব্য আমদানী-কারকের নিকট হইতে অনুগত হইয়া আনুগত্যতারূপ মূল্যের দ্বারা গ্রহণ করা। এই কারণে জ্ঞানপথের দীক্ষা বীজ মন্ত্রের আর কোন আবশ্যক নাই। বৈষ্ণবের নিকট পঞ্চমন্ত্র গ্রহণ করিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। কেহ নামাবলী ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত যন্ত্রাদি সংগ্রহ, প্রস্তুতকরণের উপযুক্ত শিক্ষা, সূত্র ও বর্ণাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক বহু কষ্টসাধ্য শ্রমদ্বারা তৈয়ারী করিতে হয়। যদি হয় ত মঙ্গল. নতুবা সম্পূর্ণ বিফল। আর তাহার জীবনের নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে হওয়াও সম্ভব-পর কি না সন্দেহ। সুতরাং খরিদ করিবার সুযোগ থাকিতে তৈয়ারি করিতে যাওয়া নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। দানের ইচ্ছা হইলে খরিদ করতঃ যথেষ্ট দান করা যায়। সে স্থলে সাধনার জন্য শিক্ষামন্ত্র বিহনে অন্য মন্ত্র গ্রহণ যুক্তিবিরোধী।

কৃষ্ণ ভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥—পদ্যাবল্যায়।

যাহা জন্ম কোটিকৃত পুণ্য দ্বারাও লভ্য হয় না, আবার লোভই যাহার সামান্য মূল্য, অর্থাৎ লোভরূপ সামান্য মুল্য দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশী কৃষ্ণ-ভক্তিরস ভাবিতা মতি, যাহা হইতেই পার, ক্রয় কর।

প্রেমের হাট প্রেমের ঘাট প্রেমের তরঙ্গ,
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব লীলারঙ্গ।

প্রেমের হাটে মহাজন নিত্য সিদ্ধগণ, তদ্‌স্বরূপ বৈষ্ণব গুরু ভিন্ন অন্য গুরু সমীচীন নহে। অন্যথায়, নিকটে নদী থাকিতেও কূপ খনন করতঃ জল খাওয়ার ন্যায় কার্য্য করা হয়।

মহাকুল প্রসূতোঽপি সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদ্‌ বৈষ্ণবঃ॥

পাদ্মে।

মহাকুল প্রসূত, সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত এবং সহস্র শাখা বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, অথচ তিনি বৈষ্ণব নহেন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইতে পারেন না।

পদ্ম পুরাণেতে কহে বৈষ্ণব সে গুরু।
ভজহ বৈষ্ণবপদ বাঞ্ছাকল্পতরু॥—পাষণ্ডদলন।

কলিতে রামাইত, নিমাইত, বিষ্ণুস্বামী ও মাধ্বাচার্য্য এই চারি সম্প্রদায় ভুবনপাবন বৈষ্ণব। অসম্প্রদায়ীরা বৈষ্ণব নহে। সুতরাং বৈষ্ণবগুরুর মন্ত্র ব্যতীত কলিতে ভগবৎপ্রাপ্তি বা সিদ্ধ হইতে পারে না।

শাস্ত্রে যে সকল সঙ্গ বর্জ্জনীয় বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা ত্যাগ করতঃ পরে গুরুর লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিবে।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতজ্ঞেয় কেবলং দাম্ভিক স্মৃত॥

পাদ্মে।

যিনি গোবিন্দকে পূজা করেন অথচ তদীয় ভক্তকে শ্রদ্ধা পূজা করেন না, তিনি কদাচ ভগবৎভক্ত নহেন, দাম্ভিক বলিয়া গণ্য।

যোগীন্যাসী, কর্ম্মীজ্ঞানী, অন্য দেব পূজকধ্যানী।
ইহলোক দূরে পরিহরি॥ ইত্যাদি।

ভক্তিতত্ত্বসার।

আলিঙ্গনং বরং অন্যে ব্যাল ব্যাঘ্র জলৌকষাং।
ন সঙ্গং শৈল যুক্তানাং নানা দেবৈক সেবিনং॥

পাদ্মে।

সর্প, ব্যাঘ্র, কুম্ভীরকে আলিঙ্গন দেওয়াও সঙ্গত, তথাপিহ কুলযুক্ত নানা দেবসেবী সঙ্গ করিবে না।

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে অবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥

পাদ্মে।

শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন, আমি অধিক আর কি বলিব, যে ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব, বিপদে পতিত হইলেও

তাহার সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে। এজন্য বৈষ্ণব গুরু হইবে, ইহা সর্ব্বসম্মত ব্যবস্থা।

দেবাধীনে জগৎ সর্ব্বে মন্ত্রাধীনশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণ জ্ঞাতা তস্মাৎ ব্রাহ্মণ গুরুঃ॥

পাদ্মে।

দেবতার মন্ত্র জানায় ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু স্থান পাইয়াছে। তদ্‌পর বল্লাল সেন হইতে বহু বর্ণশঙ্করের পুরোহিত নির্ণয় হইয়াছে। সেই সবে যজন যাজনাদি দ্বারা গৃহস্থকে অধীন করতঃ আরও সম্মান পাইবার জন্য ছলে বলে কৌশলে, নানারূপ প্রবোধের দ্বারা ক্রমে দীক্ষা গুরুত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, দীক্ষা গুরুত্বে যথা-সম্ভব অধিকার করিয়া আরও স্বার্থসিদ্ধি ও সম্মানার্থ নানাপ্রকারে শিক্ষা গুরুত্ব গ্রহণ আরম্ভ করিয়া অনেক অধিকার করিয়াছেন। এইরূপ আচরণ দেখিয়া ক্রমে কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া জেলে সাহা কপালি ধোবা পুঁড়ো নমশূদ্র বুনো প্রভৃতি জাতিতেও গুরুগিরি করিতেছে, ইহাতে জাতিবিচার নাই। দেবপূজা নিমিত্ত পৌরহিত্য (যজন যাজনাদি) জন্য ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু স্থান পাইয়াছেন, দীক্ষাচার্য্য জন্য গুরুত্ব নির্ণয় হয়েন নাই। তদ্‌পর বল্লাল সেন নিয়োজিত ব্রাহ্মণেরাও পুরোহিতরূপে সংস্থাপিত হইয়াছেন, দীক্ষাচার্য্য জন্য তাঁহাদের গুরুত্ব নহে, সম্ভবও নহে। তাঁহাদের পৌর-

হিত্যাধীনে থাকিতে বৈষ্ণব হয় না, কেন না, গুরু বৈষ্ণব না হইলে শিষ্য বৈষ্ণব হইতে পারেন না। এইরূপে বৈষ্ণবের গুরুত্ব কাড়িয়া লইয়া বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে ঘোর অধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। এই সব অনাচার সংশোধিত হওয়া নিশ্চয় কর্ত্তব্য।

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সাধারণ শূদ্রের যজন যাজনাদিতে ও দান গ্রহণে অধিকারী নহে। শূদ্রযাজী শূদ্রভোজী ও গ্রামযাজী হইলে পতিত এবং লুব্ধক হইলে তাহাদের ভারে ধরা প্রপীড়িতা হন। সাধারণের দান গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে বলিয়াই, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত আছে। এই নিয়ম সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রচলিত থাকা স্বত্ত্বেও অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ স্বার্থসিদ্ধি করিতেছেন। অর্থলোভে স্বেচ্ছাচারী হইয়া সমাজ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ-কর্ম্ম করিতে ভীত হইতেছেন না। স্ব-সমাজে থাকিয়াও পাটনী নমশূদ্র রজক প্রভৃতি বর্ণের দীক্ষা শিক্ষা গুরুত্ব গ্রহণে আপনাকে ধন্য মনে করেন। পূজা করতঃ দক্ষিণা ও দান গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্র দিয়া শিষ্যকে গ্রহণ করা হয়। তাহাতে সমাজ লক্ষ্য করিতেছেন না বলিয়াই এইরূপ অনাচার হইতেছে। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ হইতে সমুদয় বর্ণেই গুরুত্ব গ্রহণ করিতেছে।

ভাগবত পাঠের ব্যাখ্যানে (ব্যাস ভগবান স্বরূপ) অষ্টপাশবদ্ধ জীবে সাহস করতঃ অবতারের আসন গ্রহণ

করিতেছেন, তাহাতে পাপ অপরাধের ভয় করিতেছেন না। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আশ্রমে দক্ষিণা গ্রহণে পাঠ করিতেছেন। তাহাতে আশঙ্কা নাই, কালের এমনি প্রভাব।

ভাগবত পাঠের আসন মুক্ত শিরোমণি মহামুনি শুকদেব গোস্বামী গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আসন বদ্ধ শিরোমণিগণ অধিকার করিতেছেন। এইরূপ অনাচার দেশে বহুল প্রচার হইতেছে।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেন নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥
নারদ পঞ্চরাত্র।

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রে নরক গতি হয়, সে কারণ সমূহ শাস্ত্রানুসারে সে গুরুত্যাগান্তর বৈষ্ণবগুরু গ্রহণ করিবে।

গৃহীত বিষ্ণু দীক্ষা যো বিষ্ণুপূজাপরোনরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরস্মাদবৈষ্ণবঃ॥
হরিভক্তি।

বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণান্তর যাহারা বিষ্ণু পূজাতেই রত, প্রাণান্তেও অন্য দেবতার পূজা করে না, তাহারাই বৈষ্ণব, তদিতর অবৈষ্ণব। "বিষ্ণু জানাতি বৈষ্ণব" অর্থেও বিষ্ণুর গুণশক্তি সম্যক্ জ্ঞাতা এবং সম্ভোগকারী জনই বৈষ্ণব। অতএব সম্প্রদায়ী বিষ্ণুসন্ন্যাসীগণই বৈষ্ণব।

ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্ব্বে ন শৈবা নচ বৈষ্ণবাঃ।
যতঃ উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদ মাতরং॥

মনুস্মৃতি হরিভক্তি।

ব্রাহ্মণ মাত্রই শাক্ত, শৈবও নহে, বৈষ্ণবও নহে। যেহেতু তাহারা গায়ত্রী-উপাসক। এই কারণে যজ্ঞসূত্র ও শিখা ত্যাগ না করিলে বিষ্ণু সন্ন্যাস হইতে পারে না। তাঁহাদের পৌরাহিত্যাধীনে থাকিতেও বৈষ্ণব হয় না।

চারি বর্ণাশ্রমীর স্বধর্ম্মাচরণ বিষ্ণুভক্তি। সে কারণ বর্ণাশ্রমে থাকিয়া যতই উপাসনা করুক না কেন, তাহাতে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম ভিন্ন ভিক্ষুকাশ্রমী ধর্ম্মের বিন্দুমাত্রও হয় না। বৈষ্ণব কোন বর্ণগত নহে, তাহারা বর্ণাতীত অচ্যুত গোত্রযুক্ত; ইত্যাদি কারণে সম্প্রদায় হীনজন কদাপিও বৈষ্ণব নহে। তৈল সলিতা দ্বারা প্রস্তুত প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত দীপের স্পর্শ ব্যতীত ব্যক্ত হইতে পারে না। তদ্রূপ বর্ণাশ্রমীগণ ভেক গ্রহণ না করা পর্যান্ত বৈষ্ণব হইতে পারেন না—প্রজ্জ্বলিত দীপ ভিন্ন যেমন অন্য বাতি জ্বলিত হয় না, তদ্রূপ বৈষ্ণব গুরু ব্যতীত জীবের সন্ধতম দোষ বিনাশ হয় না।

কেহ কেহ বলেন গুরু যেমন হউক, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। এ কথা নিতান্তই অসঙ্গত; গুরুই বিচারের জিনিষ। মূলে ভুল হইলে সবই ভুল হয়। তাহা হইলে গুরুলক্ষণও তত্ত্বশাস্ত্র হইতে মুছিয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

হরিণ খরিদ করিতে গিয়া অশ্ব খরিদ করিলে কি ভুল হয় না! সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব গুরু শাস্ত্রে বিধান আছে, ইহার অন্যথায় পতন অবশ্যম্ভাবী। আরও কেহ কেহ বলেন, মন্ত্র দ্বারা কার্য্য হইবে, এ কথাও ভ্রান্তিময়। দুগ্ধ বলিতে এক কথা, গো মহিষা প্রভৃতি দুগ্ধ আছে, কিন্তু গব্যদুগ্ধ-জাত ঘৃত ব্যতীত যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। তদ্রূপ শাস্ত্রনির্ণীত বৈষ্ণব গুরুর মন্ত্র ভিন্ন ভজন পূর্ণ হইতে পারে না, অতএব অন্য মন্ত্র অগ্রাহ্য।

শান্তো দান্ত কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধ বেশবান।
শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠ শুচির্দক্ষ সুবুদ্ধিমান॥
আশ্রমধ্যান নিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদ।
নিগ্রহানুগ্রহ শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে।—তন্ত্র।

গহ্বর মধ্যস্থিত কীট পেশস্কৃত নামক ভ্রমরের নিরন্তর চিন্তায় পূর্ব্ব রূপ পরিত্যাগ হইয়া তদ্ স্বরূপত্ব পায়। সেইরূপ স্নেহ দ্বেষ ভয়াদি রূপ চিন্তায় তদ্ স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

যথা ধ্যানস্থ সামর্থাৎ কীটকো ভ্রমরায়তে।
তথা ধ্যানস্থ সামর্থাৎ ব্রহ্ম ভূত ভবেন্নর॥—তন্ত্র।

যেমন ধ্যানবলে কীট ভ্রমর-রূপ ধারণ করে, তদ্রূপ ধ্যানবলে নর ব্রহ্মস্বরূপ হয়।

ক্ষত্রিয়াদি জাতি নিরন্তর পরিচিন্তনে কখনই সর্ব্ব বর্ণের গুরু স্থান বা তদ্ স্বরূপতা পাইতে পারে না, কিন্তু

মুক্ত মহানুভব বৈষ্ণবকে চিন্তা করায় পরম পদ ও কৃষ্ণের সহিত অভেদ স্বরূপত্ব লাভ করে। অসংখ্য লোকে এ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছে এবং করিতেছে। যেহেতু ধ্যেয় বস্তু বা ব্যক্তি বৈষ্ণব।

ওঁ মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ের ভগবৎকৃপালেশাদ্বা ॥

নারদসূত্র।

মহৎ কৃপায় ভগবানের কৃপা লাভ হয়, ইহাই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব।

বৈষ্ণবের পদ নাহি সেবে যেই জন।
রাধা কৃষ্ণ কভু তার না হয় দর্শন ॥
"ঠাকুরের ঠাকুর মোর বৈষ্ণব গোঁসাই।
কলিভব তরাইতে আর কেহ নাই ॥"

ভক্তিতত্ত্বসার।

বৈষ্ণবের পদ সেবা না করিলে সদ্গতিরও সম্ভাবনা নাই।

গতির্নাস্তি গতির্নাস্তি গতির্নাস্তি কলৌযুগে।
নরাণাং রমণীনাঞ্চ বিনা বৈষ্ণবসেবনং ॥

সনৎকুমারীয়।

কলিযুগে নরনারীগণের বৈষ্ণব-সেবা ভিন্ন গতি নাই গতি নাই গতি নাই। ত্রিসত্য পূর্ব্বক উল্লেখ করিয়াছেন।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥ পাদ্মে।

যে কৃষ্ণকে পূজা করে বৈষ্ণবকে পূজা করে না, সে কখন কৃষ্ণের প্রিয় ভগবদ্ভক্ত নহে; তাহাকে দাম্ভিক কহে। এজন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব গুরু একান্ত কর্ত্তব্য।

সংসার সর্প দংশশ্চা নষ্টচেষ্টকং ভেষজং।
কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্রং শ্রুত্বা মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

গরুড় পুরাণ।

সংসার সর্প বিষবৎ বিবিধ ক্রিয়া নিবারণার্থ বৈষ্ণবের মুখে মঙ্গলময় কৃষ্ণ নাম শ্রবণে ভবার্ণব উত্তীর্ণ হয়। শিষ্য সংসার-বিষয়ানলে দগ্ধ হইয়া সুশীতল হওয়ার আশায় সংসারীবদ্ধ জনকে গুরুত্বে বরণ করিলে শীতল হইতে পারে না।

মহাকুল প্রসূতোঽপি সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদ্ বৈষ্ণবঃ॥

পাদ্মে।

মহাকুলে জন্মগ্রহণ করতঃ সর্ব্ব কর্ম্মে পারদর্শী এবং সর্ব্ব বেদ বিদ্যায় নিপুণ হইলেও গুরু হয় না। বৈষ্ণব হইলেই গুরু কহে।

চতুর্ব্বেদ পর বিপ্র সর্ব্ব শাস্ত্রেষু দীক্ষিতঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্ বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥

পাদ্মে।

চারি বেদে তৎপর সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী বিপ্র অবৈষ্ণব হইলে গুরু হয় না। অতি অন্ত্যজ জাতিও বৈষ্ণব হইলে

গুরু হয়। ইহা ছাড়া "চণ্ডালোপি মুনিশ্রেষ্ঠঃ বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ, বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ" প্রভৃতি বহু শ্লোক আছে।

মৎসমো বৈষ্ণবো দেবি কৃপয়া নিত্যসংযুতঃ।
তরিতুং পাপিনশ্চৈব কৃষ্ণমন্ত্রং দদাত্যলং॥

বিষ্ণুসংহিতা।

হর পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন, হে দেবি! বৈষ্ণবগণ আমার ন্যায় নিয়ত দয়াশীল। তাঁহারা অধম পাপিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া থাকেন।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেৎ কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেব ময়ো গুরুঃ॥

ভাগবত। ১১।১৭।২২

ভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, উদ্ধব! গুরুকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে। মনুষ্যজ্ঞান করিয়া তদীয় অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ গুরুদেব সর্ব্বদেবময়।

আচার্য্য বিষ্ণুরূপ হইবে, "বৈষ্ণব বিষ্ণুরূপিন" শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। এ অর্থেও বৈষ্ণবগুরু প্রশস্ত। সর্ব্ব-দেবময় বিষ্ণু তিনি গুরু, অতএব "বৈষ্ণব বিষ্ণুরব্যয়" "তস্মিন তজ্জনে ভেদাভাবাৎ ইত্যাদি প্রমাণে বৈষ্ণবী দীক্ষা ও বৈষ্ণব গুরুর অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। মনুষ্যবুদ্ধি করিতে নিষেধ আছে, তাহাতেও জাতি বর্ণাচ্ছন্ন ব্যক্তির গুরুত্ব নিষেধ হইয়াছে।

বৈষ্ণবের হয় এক স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহ জীব নহে হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এইরূপে সর্ব্ব শাস্ত্রেই, বৈষ্ণব কৃষ্ণের স্বরূপ, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাহারাই গুরু প্রসিদ্ধ। অবৈষ্ণব গুরু সর্ব্বৈব প্রকারে নিষিদ্ধ।

ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি পূর্ব্ব যুগের প্রসিদ্ধ ভক্তগণও মুক্তপুরুষ মুনিগণের শিষ্য; এক্ষণে সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবই গুরু হইবে।

যে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম মধ্যেতে বৈশয়।
তাবৎ শুদ্ধ সত্ত্বা তার কদাপি না হয়॥
মহাজনোক্ত।

শুদ্ধ সত্ত্বা বিশিষ্ট গুরু না হইলে তদাশ্রয়ে শুদ্ধ সত্ত্বা লাভ হয় না। যেমন তুলসী-পত্রের জল ভিন্ন অন্য পত্রের জলে শুদ্ধতা নাই। সেইরূপ বৈষ্ণব গুরু ব্যতীত অন্য গুরু নিষিদ্ধ।

বৈষ্ণবের পদ নাহি সেবে যেই জন।
রাধাকৃষ্ণ কভু তার না হয় দর্শন॥—ভক্তিতত্ত্ব।

বিদ্যুৎপ্রভাকে যেমন মেঘ ভিন্ন ধরিবার আর অন্য কোন উপায় নাই, তেমনি বৈষ্ণব-গুরু ভিন্ন ভগবানকে ধরিবার উপায়ান্তর নাই। বৈষ্ণবগণ পঞ্চ মন্ত্র দুই কর্ণে পঞ্চবার করিয়া প্রদান করিবেন। এইরূপে গৃহস্থগণকে

শিষ্যত্বে গ্রহণ করতঃ ক্রমে মুক্তপথে একান্ত ভক্তি জগতে পৌঁছাইয়া দিবেন। যেমন তাগী (বড় বড়সী) ফেলিয়া মৎস্যকে খেলাইয়া খেলাইয়া ক্রমে নিকটস্থ করতঃ তীরে উঠাইয়া লয় ; সেইরূপে গৃহস্থগণকে ক্রমে ক্রমে পরম পদে আরূঢ় করিয়া দিবে। সমাজ লোক ধর্ম্ম রক্ষা করতঃ ভক্তিযোগ সহকারে অখিল কর্ম্ম সমাধা করিতে করিতে কথিত পরমগতি প্রাপ্ত হইবে।

গুশব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার নিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

গু শব্দে অন্ধকার, রু শব্দে অন্ধকার বিনাশ। অতএব গুরু শব্দ দ্বারা অন্ধকারনাশক জ্যোতি বুঝাইতেছে।

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞান ধ্বংসকং, ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥

গুশব্দ দ্বারা অন্ধকার বুঝায়, আর রুশব্দে তেজ সুতরাং অজ্ঞানান্ধকারকে সমূলে ধ্বংস করে যে পরম জ্যোতি (ব্রহ্ম) তাহারই নাম গুরু।

অজ্ঞানতিমিরান্ধকার বিনাশ করা অষ্টপাশবদ্ধ জীবের দ্বারা সম্ভবে না, কেন না, ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইলে বদ্ধত্ব থাকে না।

যাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবৎ জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণ বিবর্জ্জিতম॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র॥

যে পর্য্যন্ত বর্ণ কুলাদি থাকে, সে পর্য্যন্ত জ্ঞানোদয় হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান বিষয় বোধলব্ধ হইলে সর্ব্ব বর্ণ বিবর্জ্জিত হয়। বর্ণাতীত মুক্তপুরুষ গুরুর বৈষ্ণবী-দীক্ষা দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

গুরু শব্দের সরলার্থ সর্ব্বরূপে শ্রেষ্ঠ। কতক কিংবা কাহারও শ্রেষ্ঠ হইলে গুরু পদ প্রাপ্তির যোগ্য হয় না। যাহাতে কতক গুরুত্ব, কতক লঘুত্ব, সেরূপ ব্যক্তি গুরু-যোগ্য নহে। যেমন ৻৫ এক পয়সা কম থাকিতে টাকা পূর্ণ হয় না। অতএব যাঁহার গুরু আছে (অর্থাৎ আরও গুরু আবশ্যক) তিনি কভু গুরু নহেন।

> জন্তুনাং মানব শ্রেষ্ঠ মানবানাং দ্বিজাবহি।
> দ্বিজানাঞ্চ যতি শ্রেষ্ঠ যতিনাং বৈষ্ণব গুরুঃ॥
>
> পঞ্চরাত্র।

জন্তুগণ হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যগণ হইতে দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ, দ্বিজগণ হইতে যতি শ্রেষ্ঠ, যতিগণ হইতে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ও গুরু।

উক্ত শ্লোকে অন্যান্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বৈষ্ণবকে মাত্র গুরুস্থান প্রদান করিয়াছেন। যেহেতু বৈষ্ণবই একমাত্র গুরু। তদ্ভিন্ন কতক এবং কাহারও শ্রেষ্ঠ এই মাত্র।

> পদ্মপুরাণেতে কহে বৈষ্ণব সে গুরু।
> ভজহ বৈষ্ণব পদ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
>
> পাষণ্ডদলন।

বৈষ্ণবের গুরু কেহ নাই। "মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু" এই বাক্যের সার্থকতা আবশ্যক। পূর্ণ গুরুত্ব না থাকিলে জগদ্‌গুরু হয় না। বৈষ্ণব ব্যতীত জগদ্‌গুরু কেহ নাই। এজন্য বৈষ্ণব বাঞ্ছাকল্পতরু গুরু বলিয়া উল্লেখ আছে। অতএব নিরাপত্যে বৈষ্ণব গুরু গ্রহণ সঙ্গত।

পাশবদ্ধ জীবকে গুরু (ভগবান) জ্ঞান করা অপরাধ। এমন কি, ব্রহ্মা রুদ্রকেও ভগবান জ্ঞান করা নিষিদ্ধ। মহাপ্রভু মুরারীকে শাসন করিয়া বলিয়াছিলেন।

হাত আর মাথা নাড়া ছাড় হে মুরারি।
জ্ঞান ও বক্তৃতা ছাড় ভজ হে শ্রীহরি॥
জীবে আর ভগবানে ভিন্ন যে না করে।
প্রস্রাব করি আমি তার থালের উপরে॥

চৈতন্যভাগবত।

নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্ত স্বতন্ত্র ঈশ্বরস্থানীয় বৈষ্ণবের সহিত অষ্টপাশবদ্ধ গৃহাসক্ত বর্ণাশ্রমীর তুলনা নিতান্ত দোষাবহ।

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং মানং জুগুপ্সাচেতি পঞ্চমম্।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্ট পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ঘৃণা লজ্জা ভয় মান নিন্দা কুল শীল জাতি এই অষ্ট পাশ। জীব ইহাতে বদ্ধ। সেই জীবকে ভগবানের অভেদ স্বরূপ জ্ঞান করায় মহা নরকজালে আবদ্ধ হইতে হয়।

জাতি বিদ্যা মহত্বঞ্চ রূপং যৌবন মেবচঃ।
গাঞ্চেতি ভক্তি কণ্টকা যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
পাদ্মে চ।

এই পঞ্চ ত্যজে লোক ভজ মহাপ্রভু।
এ পঞ্চ থাকিতে কৃষ্ণে ভক্তি নহে কভু ॥
এই পঞ্চজন হয় চণ্ডাল সমান।
এ সব জানিয়া পঞ্চে দেহ সমাধান ॥
এ সব জানিয়া মূর্খ কৃষ্ণে দেহ মন।
পঞ্চ কণ্টক ত্যাগ করি ভজ জনার্দ্দন ॥
পাষণ্ডদলন।

বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যশ্চ গুরবঃ শূদ্র জন্মনাং।
শূদ্রাশ্চ গুরুব স্তেষাং ত্রয়ানাং ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥
পাদ্মে।

বিপ্র ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি শূদ্র জাতির গুরু হয়েন, আর শূদ্র জাতি ভগদ্ভক্ত (বৈষ্ণব) হইলে ঐ তিন জাতির গুরু হইতে পারেন। "প্রবর্ত্ত বৈষ্ণবী চক্রে সর্ব্ব বর্ণা দ্বিজোত্তমা" নিবর্ত্ত বৈষ্ণবী চক্রে সর্ব্ব বর্ণা পৃথক পৃথক। বৈষ্ণবী চক্রে প্রবর্ত্ত হইলে সর্ব্ব বর্ণই দ্বিজ হইতে উত্তম হয় এবং বৈষ্ণবী চক্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত সকল বর্ণ পৃথক পৃথক হয়। ভাগবতে "বিপ্রাদ্দ্বিষট্ গুণযুতা" প্রভৃতি শ্লোক আছে।

অন্ধজনে পথ দেখাইতে পারে না। তুই কণ্টক বনে,

দুই জনে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিলে কেহ কাহারও উদ্ধার করিতে পারে না। দুই জন রোগী হইলে কেহ কাহারও শুশ্রূষা করিতে পারে না। দুই কূপে দুই জন পতিত থাকিলে কেহ কাহারও উদ্ধার করিতে পারে না। এই প্রকার বহু কারণে বদ্ধ গুরু নিষিদ্ধ। বৈষ্ণবের পূর্ণ লক্ষণ ও বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিশিষ্ট জনকে গুরু করিবে॥

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
"অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্ বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥" পাদ্ম।

কোন বাগানে আম পাড়িতে গিয়া ভ্রম বশতঃ জাম গাছে চড়িলে বিফলমনোরথ হইতে হয়। কোন সজ্জনে সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে সে বৃক্ষ হইতে নামিয়া আমবৃক্ষে আরোহণই সঙ্গত; অন্যথায় মূর্খতা প্রকাশ হয়।

সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ, মার্জ্জন হয় ভজন,
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়। ইত্যাদি।

ভক্তিতত্ত্ব।

সাধুসঙ্গের গুণগ্রাহী হইয়া আনন্দে সদ্‌গুরু গ্রহণ সঙ্গত। সেইরূপ ভ্রান্ত গুরু ত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন পথ ভুলিলে পথ পরিবর্ত্তন নিশ্চয় প্রয়োজন, না করিলেই দুর্গতি; তদ্রূপ অবৈষ্ণব গুরু ত্যাগ না করিলে নিশ্চয় নরক।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেন নিরয়ং ব্রজেৎ
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক গৃহ্নাৎ বৈষ্ণব গুরু।

শ্রীভগবান বিষ্ণু কিম্বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামে উপাসনা করিতে বৈষ্ণব গুরুর মন্ত্র বিহনে উপাসনা হইতেই পারে না ; কেন না, কৃষ্ণমন্ত্র প্রদানে "বিষ্ণু জানাতি বৈষ্ণব" ব্যতীত অন্য আশ্রমীর কোনই অধিকার নাই ; অবৈষ্ণব গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইলে পুনরায় বিধিমত বৈষ্ণব গুরু গ্রহণ কর্ত্তব্য।

অবৈষ্ণব গুরু কভু না করিহ ভাই।
সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণব গোসাই ॥

পাষণ্ডদলন।

মন্ত্র গ্রহণ পবিত্রতার জন্য। বর্ণাশ্রমীর পবিত্রতা নাই। বেদোক্ত নিয়মে জননাশৌচ মরণাশৌচ ত্যাগ হয় না, অশৌচাবস্থায় বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশ ও বিষ্ণু মন্ত্র আরাধনায় অধিকার থাকে না। বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুসারে সেই আশ্রমে উপবেশন ও ভিক্ষা গ্রহণ নিষেধ। এবম্বিধ অপবিত্র সত্ত্বা দ্বারা শুদ্ধ সত্ত্বা পৌঁছিতে পারে না. দেহান্তেও জ্ঞাতিগণ অশৌচযুক্ত হয়। সুতরাং এবম্প্রকার অশৌচাত্মক জনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ অসিদ্ধ।

মন্ত্র গ্রহণ পরিত্রাণ ও উদ্ধারের জন্য। বর্ণাশ্রমীর মৃত্যু অন্তে আত্মার প্রেতত্ব দোষ পৌঁছায়। সেই প্রেতত্ব দোষ বিনাশ জন্য শ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যক হয়। যাঁহার প্রেতত্ব দোষ বিনাশ হয় নাই এবং উদ্ধার হইতে পারেন নাই, তাঁহার মন্ত্র দ্বারা অধঃগতি ভিন্ন উর্দ্ধগতির

কোনই সম্ভাবনা নাই। এজন্য বৈষ্ণব গুরু সর্ব্বথা প্রয়োজন।

মননা ত্রায়তে যস্ত তস্মান্মন্ত্র প্রকীর্ত্তিতং।

ত্রাণকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বৈষ্ণবই একমাত্র গুরু ও পরিত্রাণকর্ত্তা।

মন্ত্র গ্রহণ ভগবানপ্রাপ্তির জন্য। যে জন ভগবানকে পায়, তাহার মায়া থাকিতে পারে না। "যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।" যে নিজে ভগবানের স্বরূপ সত্ত্বা প্রাপ্ত হয় নাই, সে কখন অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারে না. অতএব উত্তম অধিকরী বৈষ্ণব গুরুই সুসিদ্ধ।

মন্ত্রগ্রহণ প্রেমের জন্য। প্রেম সুনির্ম্মল, প্রেম সুপবিত্র, যাহাতে সর্ব্বথা ধ্বংস রহিত ভগবদ্ভাব নাই, সে ব্যক্তি প্রেম দিতে পারেন না; যেহেতু বৈষ্ণব লক্ষণে "হরিনাম সদাযুক্ত" অঙ্কিত ব্যক্তিকে গুরু করিবে।

সকাম মার্গ ও নিষ্কাম মার্গ। সকাম মার্গে পুরোহিত গুরু; আর নিষ্কাম মার্গে মুক্ত গুরু। সকাম মার্গে কামনা দ্বারা উদ্ধারের পথে কণ্টক নিহিত করা হয়, আর নিষ্কাম মার্গে ক্রমে আলোর দিকে, আনন্দের দিকে, প্রেমের দিকে লইয়া যায়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ-কারী বৈষ্ণবগুরু গ্রহণ উচিত।

প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ। প্রবৃত্তি মার্গে তত্ত্ব বোধ হয় না, স্বেচ্ছাচার বশতঃ বাসনাজালে আবদ্ধ হয়।

নিবৃত্তি-মার্গে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওত ভগবানোম্মুখীন হইলে প্রেম-ভক্তি প্রাপ্ত হয়, সেহেতুও বৈষ্ণব গুরু সুপ্রসিদ্ধ।

"কৃষ্ণৈকশরণং ব্রজেৎ" এইরূপে ঐকান্তিক, নিষ্ঠা-সম্পন্ন ভাবে ভজন করিতে হইলে, সেই পথ-প্রদর্শনে বৈষ্ণব ভিন্ন আর কাহারও ক্ষমতা নাই। বৈষ্ণব ভিন্ন কলি-ভবসাগর তরাইবার আর কেহ নাই। ভ্রম বশতঃ বর্ণাশ্রমীকে গুরু করিলেও সে গুরুত্ব রক্ষা হয় না। কেন না, সেই শিষ্য বৈষ্ণব হইলে "দ্বিজোত্তম ও পরম গুরু" হয়। সে অবস্থায় বর্ণাশ্রমীকে দণ্ডবৎ বন্দনা প্রভৃতি করিলে ধর্ম্ম বিনাশ হয়। শাস্ত্রবিধানে গৃহস্থ গুরু তখন তাহাকে বন্দনা করিতে বাধ্য হন। এহেতুও এরূপ গুরুত্ব সর্ব্ব প্রকারে অন্যায়।

শিখাসূত্রপরিত্যাগাদ্দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

সন্ন্যাস-গ্রহণে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হয়। সে অবস্থায় তাহার আর গুরু থাকে না, সর্ব্বপূজ্য হয়। যেহেতু, সন্ন্যাসী বৈষ্ণব গুরুই সুবিহিত।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গীতা।

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে কৃষ্ণ তাহার

পাপাদি হইতে মুক্তি প্রদান করেন না; এবং তাঁহার পদে শরণ গ্রহণও হয় না; যেহেতু, যে ব্যক্তি বেদধর্ম্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্পাপ, নিরপরাধ ও শরণাপন্ন হয় নাই, সে সঙ্গ দ্বারা সুফলের কোন আশা নাই। এই সব কারণে বৈষ্ণব গুরু ভিন্ন অন্য গুরু যুক্তিসিদ্ধ নহে।

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্।

ভাগবত।

আমার জন্য যে ব্যক্তি বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, আমি তাহাকে সুখী করিয়া থাকি; এইরূপে আত্ম-নির্ভরকারী জনের জন্য ভগবান্ দায়ী। ভগবানের সহিত যাহার নিজের সম্বন্ধ হয় নাই, তাহার দ্বারা প্রতারিত হওয়া ভিন্ন সুফলের আশা নাই।

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।

কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥—প্রার্থনা।

বিষয়-ত্যাগ না হইলে কৃষ্ণ-প্রেম সেখানে অবস্থান করিতে পারে না, যেহেতু, বিষয়ী গুরু নিষিদ্ধ। বৈষ্ণব-গুরু সুসিদ্ধ।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।

সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

ভাগবত।

সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ বিসর্জ্জন করত সাধু-

সঙ্গে অনুরাগী হইবেন। সাধু-সঙ্গ বলিতে কর্ম্মজ্ঞান-কাণ্ডত্যাগী সঙ্গ বুঝিতে হইবে। সাধুগণ উপদেশ-বলে তদীয় মনোবেদনা দুর কিংবা সংশয়চ্ছেদন করিতে পারেন। শুভাশুভবাঞ্ছা প্রভৃতিকে দুঃসঙ্গ কহে। সমাজ-ক্ষেত্রে থাকিতে শুভাশুভ ত্যাগ হয় না। এই ভক্তির বাধক বাঞ্ছাদি বৈষ্ণবে নাই, এহেতু বৈষ্ণব গুরুই একান্ত গ্রহণীয়।

কিরাতহূনান্ধপুলিন্দপুক্কশা,
আভীরশুহ্মা-(কঙ্ক) যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যে হন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

ভাগবত।

কিরাত, হূন, অন্ধ, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম অথবা কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি পাপজাতি ও যাহারা কর্ম্মদোষে পাতকস্বরূপ হইয়াছে, তাহারাও যে প্রভুর আশ্রিতের (বৈষ্ণবের) শরণ লইলে পবিত্র হয়, সেই প্রভু বিষ্ণু ভগবানকে নমস্কার। মহা পতিত-পাবনরূপ অদ্ভুত পরাক্রমপরায়ণশীল বৈষ্ণব গুরুর একাধিপত্য সংস্থাপন, সর্ব্বশাস্ত্র অনুমোদনীয়।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের গুরু প্রয়োজনীয় তত্ত্ববিচারে দীক্ষা বলিয়া কোন কথারও উল্লেখ হয় নাই। শিক্ষা-

গুরু সম্বন্ধে তিনবার উল্লেখ আছে। ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপ, অন্তর্য্যামীরূপ ও স্বয়ং ভগবান্ রূপ। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে এক মহান্ত স্বরূপ, যেহেতু গৌর যুগে সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব গুরু একমাত্র আবশ্যক। যাঁহারা চৈতন্যধর্ম্ম মানেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহার অন্যথা হওয়া সঙ্গত নহে।

পূর্ব্বপরয়োর্ম্মধ্যে পরবিধির্ব্বলবানিতি।

নান্দী পুরাণ।

পূর্ব্ব এবং পর দ্বিবিধ বিধির মধ্যে পর-বিধিই বলবান্ হয়।

পূর্ব্ব গুরু প্রণালীরূপ বিধিতে। পরব্যোমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর শিষ্য ব্রহ্মা, ব্রহ্মার শিষ্য নারদ, তার শিষ্য ব্যাস, তার শিষ্য মাধ্বাচার্য্য, তার শিষ্য পদ্ম-নাভ, তার শিষ্য নরহরি, তার শিষ্য মাধবাচার্য্য, তার শিষ্য অক্ষোভ, তার শিষ্য জয়তীর্থ, তার শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু, তার শিষ্য দয়াসিন্ধু মহানিধি, তার শিষ্য বিদ্যানিধি, তার শিষ্য রাজেন্দ্র, তার শিষ্য জয়ধর্ম্ম, তার শিষ্য পুরুষোত্তম, তার শিষ্য লক্ষ্মীপতি, তার শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী, তার শিষ্য ঈশ্বরপুরী, তার শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব।

এই গুরু-প্রণালীর ধারা শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত পৌঁছা-ইল। ইহা ব্রহ্ম-সন্ন্যাসীর ধারা। ব্রহ্ম-সংজ্ঞক

পরব্যোম ধাম, এই ধারার পরিণাম গতি। বৈদিক স্মার্ত্ত মতে উপাসনা। ইতিমধ্যে মাধবেন্দ্রপুরীর রাগানুগার উদ্দীপন ছিল। মহাপ্রভু হইতে রাগানুগায় পরিণত হইয়াছে।

সন্ন্যাসী চ দ্বিধৈবাদৌ ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসর।
ব্রহ্মসন্ন্যাসী কাশ্যাদৌ দশনামা প্রসিধ্যতি॥—পাদ্মে।

সন্ন্যাসী দুই প্রকার,—ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী ও বিষ্ণু-সন্ন্যাসী। ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী দশনামা গিরি পুরী ভারতী প্রভৃতি, আর বিষ্ণু-সন্ন্যাসী একমাত্র বৈষ্ণব-নামী। উক্ত ব্রহ্ম-সন্ন্যাস কলিতে নিষেধ আছে। কলি-পাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণু-সন্ন্যাস প্রথমতঃ গ্রহণ পূর্ব্বক জগবাসীকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সেই হইতে বিষ্ণু-সন্ন্যাস ভিন্ন ব্রহ্ম-সন্ন্যাসের ধারা রোধ হইয়াছে। ব্রহ্ম-সন্ন্যাসের গতি পরব্যোম পর্য্যন্ত, আর বিষ্ণু-সন্ন্যাসের গতি গোলোক ব্রজ পর্য্যন্ত; তাহা হইলে গোলোকে ব্রজের সহ যে লীলা হয়, সেই লীলা-প্রাপ্তি করিতে যাহাদের ইচ্ছা আছে, তাহাদের বিষ্ণু-সন্ন্যাসী গুরু হওয়া একান্ত আবশ্যক।

মহাপ্রভু ৺পুরীর নিকট দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মুক্ত গুরুর বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সময় শিক্ষার নিয়ম প্রচলিত ছিল না। তিনি অবতীর্ণ হইয়া নানা স্থানে বহু বিচার-সিদ্ধান্তের দ্বারা শিক্ষার (বৈষ্ণবী

দীক্ষার) একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দীক্ষা পরব্যোমের উপাসনার সহিত ব্রজ উপাসনার কোন সংস্রব নাই; কেন না, বৃন্দাবন-লীলা গোলোক সহ বিলসিত হইয়াছে।

কেশব ভারতী বলিয়া কোন ব্যক্তি ব্রহ্ম-সন্ন্যাসের ধারা মধ্যে উল্লেখ নাই। ভারতী-সম্প্রদায় ক্রমে রাগানুগার দিকে আসিতেছিল, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল। মহাপ্রভু পূর্ব্বপ্রচলিত সন্ন্যাস হইতে রূপা লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণকে অভিনব ভাবে আবিষ্কার করত বিষ্ণু-সন্ন্যাসরূপ পূর্ণ বৈষ্ণবত্ব গ্রহণ করিয়া জগদ্‌গুরুর স্থান লইয়াছেন।

রাধার ভাব কান্তিই পূর্ণ বৈষ্ণবত্ব। তাহাতে অরুণ বসন ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রচার হইয়াছে। নিজে কেশব ভারতীর কর্ণে মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক সেই মন্ত্র গ্রহণ করেন; এজন্য মহাপ্রভুর গুরু কেহ নাই। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাঁহার সম্প্রদায়ও স্বতন্ত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অনর্পিত উজ্জ্বল রসাত্মিকা ভক্তি পন্থায় রাধাভাবকান্তি একান্ত প্রয়োজন; সুতরাং ভক্তের পক্ষে সন্ন্যাস বিশেষ প্রয়োজনীয়; সে কারণ সন্ন্যাসী গুরু ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বর্ত্তমান সময়ে চৈতন্যদেব-প্রচারিত উপাসনা ব্যতীত অন্য উপাসনা এবং অন্য সম্প্রদায় হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

পূর্ব্ববিধি ব্রহ্ম-সন্ন্যাস আর পরবিধি বিষ্ণু-সন্ন্যাস। নিষেধ-বিধি দ্বারা ব্রহ্ম-সন্ন্যাস অবৈধ, আর কর্ত্তব্য বিধিতে বিষ্ণু-সন্ন্যাস বৈধ। সন্ন্যাসী ভিন্ন কোন যুগেই গুরু প্রণালীতে স্থান পায় নাই, এক্ষণেও পাইতে পারে না।

ব্রহ্ম-সন্ন্যাসীগণের পরিচয়।—

অবন্তিকা পুরী ধর্ম্মশালা, বদরিকাশ্রম ধাম, নৈমিষারণ্য সুখবিলাস অঙ্গপাত ক্ষেত্র, অলকান্দতীর্থ, সাবিত্রী ইষ্ট, ব্রহ্মোপাসক, বিষ্ণু হংস মন্ত্র, হংস দেবতা, সালোক্য মুক্তি, মুখ দ্বার ত্রিকালজ্ঞ, আচার্য্য শাখা, অচ্যুতানন্দ গোত্র, শুক্লবর্ণ, হরিনাম আহার, অথর্ব্ব বেদ, পরম হংস ঋষি, নারায়ণ পার্ষদ, নিষ্কাম ভিক্ষা, গোবর্দ্ধন পরিক্রমা, উড়পি কৃষ্ণ গাদি, বলভদ্র আখড়া ইতি ধাম ছত্রাদি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বিষ্ণু-সন্ন্যাসীর পরিচয়।—

শ্রীবৃন্দাবন ধর্ম্মশালা, শ্রীব্রজধাম, পুরুষোত্তম অঙ্গপাত ক্ষেত্র, নিকুঞ্জবন সুখবিলাস। রাধাকুণ্ডতীর্থ শ্রীরাধা ইষ্ট, যুগল কিশোর উপাসক, স্বয়ং ভগবান্ মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, স্বরূপপ্রাপ্ত সিদ্ধি। চক্ষু প্রেম দ্বার, সর্ব্বজ্ঞ, শ্রীরূপ শাখা, অচ্যুতানন্দ গোত্র, অরুণ বর্ণ, রসামৃত আহার, নাম সর্ব্ববেদ, ললিতা সহায়া। যোগমায়া মিলনকারী; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পার্ষদ, নির্ব্বেদ

বৃত্তি ভিক্ষাশিক্ষা ; শ্রীগুরু শ্রীপাট পরিক্রমা, বৈষ্ণব সম্প্রদায় গাদি, সেবাইতী আখড়া, বৈষ্ণব লক্ষণ সেবা ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ের ধাম ছত্রাদি।

সূত্রের পরিচয়। সিদ্ধপ্রণালী।

শ্রীচৈতন্য দয়াল সন্ন্যাসী অবতার।
শ্রীরূপ তাহার শিষ্য প্রেমের আধার॥
তার শিষ্য শ্রীদাস গোস্বামী মহাশয়।
বৈরাগ্য-প্রধান খ্যাতি ঘোষণা আছয়॥
তার শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ ধন্য।
চৈতন্য-চরিত্রে যার অদ্ভুত নৈপুণ্য॥
তার শিষ্য মুকুন্দ গুরুর প্রিয়তম।
তার শিষ্য নৃসিংহানন্দ সুভক্তিমান॥
তার শিষ্য গোকুলানন্দ সু-অনুরাগী।
তার শিষ্য রঘুনাথ প্রেমেতে বিবাগী॥
তার শিষ্য শ্রীরূপ অতি গুণের নিধান।
তার শিষ্য নরোত্তম সু-স্বভাবধাম॥
তার শিষ্য তারণ লীলাতে অধিকারী।
তার শিষ্য নবদ্বীপ প্রেমানন্দধারী॥
তার শিষ্য রামানন্দ রসিক সুভাব।
তার শিষ্য সধরচাঁদ সন্ন্যাসী বৈষ্ণব॥

ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী ও বিষ্ণু-সন্ন্যাসীদিগের সূত্রে পুত্র-

পৌত্রাদিক্রমে ধারা প্রবাহিত হয় নাই। সিদ্ধশিষ্যানুশিষ্যক্রমে প্রচলন হইয়াছে। বর্ত্তমানেও পুত্রাদিক্রমে গুরুর ধারা প্রচলিত হইতে পারে না। সিদ্ধ জগদ্গুরু চৈতন্য, তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যক্রমে ধারা চলিয়াছে এবং চলিবে। চৈতন্যের শিষ্যের ধারা ব্যতীত নিত্যানন্দাদিও গুরুস্থান পাইতে পারেন নাই। নিত্যানন্দ চৈতন্য সঙ্গ বঞ্চিত হওয়ায় তত্ত্বে ও গুরুত্বে অযোগ্য হইয়াছেন। সন্ন্যাস-গ্রহণে গুরুত্ব প্রাপ্ত করেন, সন্ন্যাসত্যাগে গুরুত্ব ধবংস হয়। অন্যের কা কথা, চৈতন্যদেবও বিনা সন্ন্যাসে গুরুস্থান গ্রহণে সক্ষম হন নাই।

মোরে না মানিয়া সব লোক হৈল নাশ।
তে কারণে মহাপ্রভু করিল সন্ন্যাস ॥—চৈঃ-চঃ।
সন্ন্যাসীকে সর্ব্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীকে কেহ আর না করে প্রহার ॥
তবে মোরে দেখি সেই ধরিবে চরণ।
এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥" চৈ-ভা।

সন্ন্যাস দ্বারা জগদ্গুরু স্থান লইয়া জগদুদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্ম-সন্ন্যাসীর প্রণালীতে চৈতন্য পর্য্যন্তই ধারা পরিসমাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার আর দীক্ষার ধারা নাই। কেন না, তিনি দীক্ষাগুরুরূপ ধারণ না করিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরুরূপে

শ্রীরূপাদিকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। গৃহস্থ অবস্থাতেও কাহাকে দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করেন নাই, তবে উপগুরুর কার্য্য করিয়াছেন। তিনি শিক্ষা ও ভেক-প্রণালীর আদি গুরু। ভক্তিস্বরূপ-সঞ্চারের জন্য ভক্তি-বর্ত্মকে সংস্থাপন করিতে মহান্তস্বরূপ গুরু কর্ত্তব্য বিধিতে স্থিরীকৃত করিয়াছেন। সেই হইতে জ্ঞানমার্গীয় দীক্ষা অনাবশ্যক হইয়াছে। এক শিক্ষাতেই সমূহ মন্ত্রের সাধন সম্পন্ন হইবে।

সম্প্রতি কিছু দিন হইতে নিত্যানন্দাদি বংশধরগণ দীক্ষা-গুরুগিরি করিতেছেন। দীক্ষা-গুরুত্বে তাঁহাদের কোনই অধিকার নাই। আরও কথা এই যে, দীক্ষার যখন কোন আবশ্যক নাই, সে স্থলে অন্যায়রূপে গুরুত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে। চৈতন্য ধর্ম্মকে তাঁহারা অস্বীকার করিতে কদাপি পারগ নহেন, তাহা হইলে পরবিধিরূপে শিক্ষাই কর্ত্তব্য বিধি। সেই বিধির অধীন না থাকিয়া নিষেধ-বিধিরূপ দীক্ষা-প্রচারে নিতান্ত অন্যায় অর্থাৎ চৈতন্য-বর্ত্মের বিরোধী হইয়াছেন। বেদপুরাণাদিতে ভবিষ্যৎ বাক্যেও এমন কোন কথা নাই যে, যাহাতে তাহাদের গুরুত্ব পৌঁছাইতে পারে। নানাপ্রকারে সম্প্রদায়ের গুরুত্ব গ্রহণ করত বর্ণাশ্রমী হইয়াও জগদ্‌গুরু হইয়াছেন।

নিত্যানন্দমূল সংকর্ষণ, অদ্বৈত মহাবিষ্ণু অবতার,

কালে আবশ্যক বিধায় অজ্ঞাকারীরূপে স্বয়ংয়ের সহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই হেতু হইতে সেই সব বংশধরগণ, সেই ঈশ্বরাবতারের স্থান পাইতে পারেন না। ভগবান্ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ অবতার হইয়াছিলেন, তদনুসারে মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি অবতারের স্থানীয় হইতে পারে না; যেহেতু, বংশগত অবতার হওয়া কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। রামের ভাই লক্ষ্মণাদি অবতার নহে, লবকুশ অবতার নহে, কৃষ্ণ-পুত্র অবতার নহে ইত্যাদি।

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥—চরিতামৃত।

মহাপ্রভু গুরু, তাঁহারা শিষ্যস্থানীয় সেবক। মহাপ্রভু আদর্শ ও পূর্ণতত্ত্ব। আংশিক হইলে স্থানভেদে গুরু হইতে পারে মাত্র। সেরূপ ব্যক্তিকে গুরু কহে না। মহাপ্রভুই একমাত্র সেব্য। শ্রীগুরুর স্তবেও—

গুরুগৌরঞ্চ দ্বিভুজং বরদং করুণেক্ষণম্,
রাধামাধবায় প্রেষ্ঠং নিজ সন্নিহিতং;
বৃন্দাবননিকুঞ্জস্থং কল্পপাদপঃ মূলগং,
ব্রজরামাগণৈর্যুক্তং বন্দে পতিতপাবনম্।

পতিতপাবন অধমতারণ গুরুই গৌরাঙ্গ, তদ্ব্যতীত আজ্ঞাধীন।

"কেহ কিছু না করে চৈতন্য আজ্ঞাবিনে।"—চৈ-ভা।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
দাস অর্থে—আগে হয় মুক্তি পরে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

চরিতামৃত।

গুরু চৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশ, সন্ন্যাসী বৈষ্ণব। এই সব প্রমাণে মীমাংসিত আছে যে, সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ব্যতীত কেহ গুরু নহে, ইহার অন্যথায় ভজন হইতে পারে না। তবে লোক দেখান সাধুত্ব হয়, এই মাত্র।

"নিরন্তর জপে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
ভ্রমেও নিত্যানন্দ মুখে নাহি অন্য॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্বভাব সর্ব্বথা।
তিলার্দ্ধেক দাস্যভাব না হয় অন্যথা॥"—চৈ ভা।

নিত্যানন্দাদি বংশধরগণ সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে কোন অংশেই পৃথক নহে; কেন না, সমাজস্থিত ব্রাহ্মণাদির সহিত বিবাহাদি ক্রিয়া চলিতেছে। গুরু শিষ্য এক সমাজস্থিত, এ জন্য আরও অন্যান্য সম্বন্ধ ঘটিতেছে। তাঁহারা নিত্যানন্দাদির গৌরব করেন। সে জন্য ক্রমশঃ দীক্ষা-গুরুত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে পৃথক্ পৃথক্ তিলকাদির ব্যবস্থা প্রভৃতি নূতনরূপে প্রস্তুত করিয়াছেন। পণ্ডিত জন

যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা তদনুসারে ২।৪টি শ্লোক প্রস্তুত করিতেও ছাড়েন নাই। এইরূপ নানা প্রকারে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। বৈষ্ণবদের গুরুত্ব কাড়িয়া লইয়া নিজেরা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। নরোত্তমঠাকুর বৈষ্ণব, তাঁহার গুরুত্ব ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অনাচার প্রচলিত হইতেছে।

নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি পরিবার বলিয়া জনপ্রবাদ হইয়াছে। উক্ত পরিবারগুলি কল্পিত—মনগড়া। পরিবার অর্থে এক-সংসারভুক্ত-পরিজন, অন্যার্থ স্ত্রী। যেহেতু, পরিবার প্রবাদ সম্পূর্ণ ভুল। গুরু ও শিষ্যরূপে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও সমাজস্থিত, তথাপিও পরিবার নামে আখ্যাত হয়, ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার! নিত্যানন্দাদিও গুরু নহে, সে সব পরিবারও পরিবার নহে। আজ্ঞাকারী দাসের সংসার হয় না, প্রভুর নামে পরিচিত হয়। যেহেতু, মহাপ্রভুর সিদ্ধশিষ্যানুক্রমে পরিবার শব্দ ব্যবহার হওয়া যুক্তিযুক্ত।

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর॥

প্রার্থনা।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় নিত্যানন্দকে ধন,

অদ্বৈতকে বল বলিয়া মানিয়াছেন, আর গৌরকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; সেজন্য, গৌর পরিবার ভিন্ন অন্য পরিচয় দিলে ব্যভিচার-দোষ পৌঁছায়। সুতরাং অন্য পরিবারের পরিচয় দেওয়া নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। গৌর জগৎপতি, তদ্ধেতু সকলেই গৌর-পরিবার বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকারী। অন্য কেহ পতি নহে, তজ্জন্য অন্য পরিবার পরিচয় নরকের হেতু।

প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোঁসাই।
নদী নালা সব আসি হৈল একঠাঁই॥

হাটপত্তন।

সমুদ্রের নদী হয়, নদীর সমুদ্র হয় না। সমুদ্র পূর্ণ, নদীনালা তাহার জোয়ারে চলে; তদ্রূপ চৈতন্য গুরু, তাঁহার আদেশে নিত্যানন্দাদি চলিয়াছেন; সেহেতু, অন্যের গুরুত্ব সর্ব্বৈবরূপে মিথ্যা। অংশ কখনই পূর্ণ স্থান পাইতে পারে না।

নিত্যানন্দ "ভক্ত স্বরূপ"। স্বরূপ অর্থে প্রতিনিধি, তত্তুল্য প্রতিনিধিতে মূল সত্তা বর্ত্তে না। যেমন রাজ-প্রতিনিধির রাজ্যের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তদ্রূপ নিত্যানন্দাদিরও গুরুত্বের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর নিত্যানন্দের সন্ন্যাস পরিত্যক্তাবস্থার অধোবীজের সন্তানগণের সেই "ভক্ত-স্বরূপত্বের" সহিতও বিন্দু-

রেখা সম্পর্ক থাকিতে পারে না ; গুরুর স্থান ত দূরের কথা, অন্যান্য ভক্তাবতার প্রভৃতির সন্তানগণেরও অধিকার নাই।

পিতামাতা নাম থুইল কুবের পণ্ডিত।
সন্ন্যাস-আশ্রমে—নিত্যানন্দ সুচরিত ॥

চৈঃ মঙ্গল।

মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ-পার্ষদ সহ সংকীর্ত্তন-লীলা করিয়াছেন। তন্মধ্যে "ভক্ত-স্বরূপ" নিত্যানন্দ সন্ন্যাস-ত্যাগানন্তর সন্তানোৎপাদন করিয়াছেন। তাহাতে কেহ অনুমান করেন যে, তিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-রক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় মহাপ্রভু তাঁহাকে নিপতিত করেন, সে কারণ তিনি অসম্প্রদায়ী ভক্তস্বরূপত্ব-বিচ্যুত। তাঁহার সন্তান-গণ তৎসদৃশ সম্মান পাইতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন, তিনি শ্রীবাস-অঙ্গনে ডোর-কৌপীনাদি পরিত্যাগ করত পুনঃ সংসারকূপে পতিত হন। যখন তিনি সংসারে প্রবেশ করেন, তখন সন্ন্যাসভ্রষ্ট, সে কারণ নিত্যানন্দ নহেন ; কেন না, তাঁহার পূর্ব্ব নাম কুবের, গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দ। সেই গুরু-প্রদত্ত ভাব-বেশ-ভূষা ত্যাগ ঘটায়, নিত্যানন্দ-পদ বিনাশ হইয়া, পূর্ব্ব হাড়াই ওঝার সন্তান, কুবের ওঝা (পণ্ডিত) নাম এবং ব্রাহ্মণসমাজ প্রাপ্ত হইবেন এবং হইয়াছিলেন। সম্প্রদায়ে প্রবেশের ক্ষমতা আসিতে পারে না এবং ছিলও না। একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে—

সংসার ছাড়িয়া যেবা পুনঃ সংসার করে।
পচা গৃহী বলি প্রভু লিখিলেন তাহারে॥

কোন গ্রন্থের প্রমাণ জানা নাই, তত্রাপি প্রমাণ সমর্থ। এই সব কারণে এই ভাবের সন্তানগণের গুরুত্ব সম্পূর্ণ অলীক। নন্দনন্দন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করেন নাই, বাসুদেব মথুরায় গিয়াছেন। নিত্যানন্দও তদ্রূপ চৈতন্য সহ উদয়ই আছেন, কুবের ওঝা সংসারে গমন করিয়াছিলেন। দ্বারকায় অর্জ্জুনের শক্তি হরণ করায় গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই; তদ্রূপ নিত্যানন্দের সন্ন্যাস-ধারণের ক্ষমতা চৈতন্য গ্রহণ করায় সন্ন্যাস-ত্যাগ ঘটিয়াছিল। এই সব প্রমাণে দেখা যায়, নিত্যানন্দের কোন সন্তান নাই, ওঝার সন্তান ওঝা (পণ্ডিত) উপাধি প্রাপ্ত হইবেন; তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ দেখা যায় না।

মহাবিষ্ণু জগৎকর্ত্তা, তিনি মায়াতে সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। গৌরাবতারে তিনি অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর। মায়াতে সন্তানোৎপাদন করত স্বতন্ত্র রহিয়াছেন। যেমন কুম্ভকারের হাঁড়ি হাটে বিক্রয় হয়; অদ্বৈত-সন্তানগণও তদ্রূপ। এই সব কারণে তাঁহার সন্তানগণ মাত্রই মহাবিষ্ণুর অবতার হইবেন, এমন কোন কথাই হইতে পারে না। বংশগত অবতার হয় না, বংশগত সন্ন্যাসীও হয় না, বংশগত কর্ম্মচারীও হয় না (গুরুগিরি শিক্ষা

বিভাগ), বংশগত গুরু কদাপিও হইতে পারে না। "বাবার খাতায় তোমার নাম লেখা আছে, তুমি শিষ্য হইবে না কেন, আমাকে গুরু না করিলে গুরুত্যাগী হইবে"; এইরূপে খাতাগত গুরু ও শিষ্য হওয়ায় দেশ অধর্ম্মপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। শাস্ত্রে বলে, "মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তঃ।" যিনি মন্ত্র দেন, তাঁহাকে গুরু কহে, যাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করা হয় নাই, তিনি ত গুরুই হন নাই তাঁহার আর ত্যাগ কি! এইরূপ মহান্ মিথ্যা-রোপ পূর্ব্বক গুরুত্ব গ্রহণ করিতেছেন।

মহেশ ঠাকুর সর্ব্ব আগে আগুয়ান।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম কমলাক্ষ নাম॥
পড়িয়া শুনিয়া গুণে পরবীণ হৈল।
অদ্বৈত আচার্য্য বলি পদবী লভিল॥

চৈঃ মঃ।

অদ্বৈত-সন্তানগণও শ্রাদ্ধাদি দশকর্ম্মসংযুক্ত বদ্ধজীব। অদ্বৈতের প্রথম সাধারণ নাম কমলাক্ষ আচার্য্য, পদবী অদ্বৈতাচার্য্য। তত্ত্বময় ভাব হইতে অবস্থান্তর না হইলে সন্তানোৎপন্ন হয় না। সে কারণ অদ্বৈতের সন্তান নাই। তাঁহার মায়িকাবস্থায় সন্তান হইয়াছে, তদ্ধেতু কমলাক্ষ ঔরসজাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণোচিত আচার্য্য উপাধি পাই-বেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক হাতগড়া পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ দুইটির বিষয় উল্লেখ করাতেই

যথেষ্ট বলিয়া মনে করিলাম, কেন না, তাঁহারা ইহাদের আনুসঙ্গিক।

গোস্বামী উপাধিতে সকলেই ভূষিত হইয়াছেন, ইহা অতীব অন্যায়। গোস্বামী উপাধিটা সাধারণ সামাজিক উপাধি নহে—গুণগত উপাধি। লোকে গুরুকেই গোস্বামী বলিয়া থাকে। গোস্বামী শব্দের অর্থ এই – গোঁ অর্থে পৃথ্বী, মাতা প্রভৃতি, স্বামী অর্থে, অধিপতি, ভর্ত্তা, পতি, নায়ক, নেতা, প্রভু, রাজা প্রভৃতি। যেহেতু, গোস্বামী অর্থে পৃথিবীর অধিপতি ভর্ত্তা প্রভৃতি। দ্বিতীয় অর্থ মাতার ভর্ত্তা—পতি ধরিলেও জগৎপতি বুঝিতে হইবে। পিতা অর্থ ধরিলেও, এ পিতা বলিতে নির্দ্দিষ্ট কাহারও পিতা নহে, জগৎপিতা যিনি, তাঁহাকেই গোস্বামী বুঝায়। যাঁহারা বর্ণাশ্রমী, তাঁহারা সম্বন্ধময় স্থানে ভ্রাতা-ভগিনী শ্যালক প্রভৃতি সহবাস করেন, এবং জাতিবিদ্যা মহত্ত্বরূপ যৌবনাদি ভগবদ্ভক্তির কণ্টক দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত উপাধি গ্লানিপূর্ণ। বৈষ্ণবেরা প্রত্যেক বাটীতে গিয়া "বাবা সকল" "মা সকল" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, তদ্ধেতু তাঁহারাই গোস্বামী উপাধিযুক্ত জগদ্‌গুরু, জগৎপিতা ও জগৎপাবন, "ঠাকুরের ঠাকুর, মোর বৈষ্ণব গোঁসাই" উল্লেখ আছে। মুক্ত ভিন্ন গোস্বামী উপাধি হওয়া কোনমতেই সঙ্গত নহে।

মন্ত্র-সত্তা অধোবীজ নহে, সে কারণ অধোবীজের সন্তানের গুরুত্বে বিন্দুমাত্র অধিকার জন্মাইতে পারে না। যিনি নিজে শান্তিরতি ও ঊর্দ্ধরেতস্ব লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাতে ঊর্দ্ধগতি করাইবার যোগ্যত্ব জন্মে নাই; কাজেই সেরূপ গুরুত্ব প্রবঞ্চনামূলক। "ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো ন তু মানবঃ।" ঊর্দ্ধরেতা ভিন্ন দেব বা ঈশ্বর সংজ্ঞা পৌঁছায় না। ঊর্দ্ধরেতা না হইলেও তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করায় নিরয়-গমন হয়। রতি গাঢ় না হইলে প্রেম হয় না, সেহেতু অপ্রেমিককে গুরু করা নিতান্তই মূর্খতা।

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত-পাশ। ইত্যাদি।

ভক্তিতত্ত্বসার।

কোন রাজ্য জয় করিবার আবশ্যক হইলে, রাজা সেনাপতি, সেনা প্রভৃতিকে বিবিধরূপে নিয়োজিত করত জয়লাভে নিজ স্বত্ব সংস্থাপন করেন। রাজ্যের সহিত সেনাপতির কোন সম্পর্ক থাকে না; ইহাও তদ্রূপ। গৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ-পার্ষদগণকে বিবিধরূপে সজ্জিত রাখিয়া ভক্তিবিরোধী-ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ মহাতম রাজ্য জয় করিয়া গিয়াছেন; তাহাতে তাঁহারই স্বত্ব অর্থাৎ গুরুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন গুরুত্বের সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক হইতে পারে না। তাঁহার নিয়োজিত

রাজবেশ (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিলে রাজ্যের স্বত্ব তাঁহাতেই পৌঁছায়, তদ্ধেতু সন্ন্যাসীই জগদ্‌গুরু। সম্রাটের পাহারা-ওয়ালার সহিত এদেশের রাজারও তুলনা হয় না, তদ্রূপ গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণের সহিত (সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ব্যতীত) অন্য কাহারও তুলনা নাই। সন্ন্যাসী বৈষ্ণবগণই অধিকার-ভেদে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গপার্ষদ ইত্যাদি। এই সন্ন্যাসী বৈষ্ণবগণ মাত্রেই চৈতন্যসম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবেন।

আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় দুই সমতুল ॥

* * * * *

আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস ॥

শ্রীচরিতামৃত।

"আমি ত বাতুল পারা" এইরূপে বহুস্থানে, "মহা-বাউল" বলিয়া পরিচয় করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও যাঁহারা ভেক গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও বাতুল। জ্ঞান, বুদ্ধি আছে বুঝিতে পারা যায়, অথচ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন না। আত্মস্বার্থ দূরীভূত হয় না; এজন্য ভেক ধারণ করিতে পারেন না। আত্মস্বার্থে জলাঞ্জলি ও পিতা মাতা প্রভৃতি, জাতি-কুল-শীলাদি ত্যাগে অসংশয় বুদ্ধিতে ভগবানে আত্মনির্ভর করে, সুতরাং তাঁহারা বাতুল ভিন্ন আর কি! বাতুলতাতেই সব ত্যাগ করায়।

নিজের আনন্দপ্রদ কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে সহসা ত্যাগ করিতে পারে না। হয় ত, বিশেষ কোন দুর্ঘটনা অথবা তদতিরিক্ত আনন্দপ্রদ বিষয় পাইলে ত্যাগ ঘটিতে পারে। সেই ত্যাগকেই বাতুলতা কহে। এহেতু ভেকধারী মাত্রই বাতুল। মহাপ্রভু নিজে বাতুল, তাঁহার প্রচারিত ভেক-(সন্ন্যাস) গ্রহণকারিগণও বাতুল। তদ্ভিন্ন ভ্রান্তি-পথগামী।

মাধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-মধ্যে মহাপ্রভু বাতুল। সে কারণ গৌড়িয়া অভ্যাগত প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দিবার কোন কারণ বা প্রমাণ নাই। গৌড়িয়া বলিতে গৃহস্থ বুঝায়, ভেকধারী নহে। মহাপ্রভু গৌড়দেশ ত্যাগানন্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

এইমত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া।
নীলাচলে বাস কৈল সন্ন্যাস করিয়া॥

হাটপত্তন।

গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক মুক্ত-পন্থাবলম্বন করেন। সে কারণ ভিক্ষুকাশ্রমের বিধানে ভেক গ্রহণ করত বাতুল ভিন্ন গৌড়িয়া প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় করা যুক্তি-যুক্ত নহে।

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে ইহা আগমন॥

শ্রীচৈতন্য-চরিত।

শ্রীরূপ-সনাতনকে এই কথা বলেন। আর গুণ্ডিচা-গৃহ মার্জ্জনের সময় কোন এক গৌড়িয়াকে, স্বরূপ ঘাড়ে হাত দিয়া, বাহির করিয়া দিয়াছিলেন; গৌড়িয়ার এ কলঙ্কও আছে। সুতরাং বাতুল ভিন্ন অন্য পরিচয় দেওয়া সমীচীন নহে।

উচ্চ নীচ সমুদয় জাতিতে ঘৃণা লজ্জা ভয় ত্যাগে একশ্রেণীভুক্ত হওয়াকেও বাতুলতা কহে। পূর্ব্ব জাতি-বর্ণাদি বিবেকশূন্য হইতে হয়, সেহেতু তাঁহারা নিশ্চয়ই বাতুল। অবলীলাক্রমে গুরুজ্ঞানে প্রকাশ্য-রূপে সম্প্রদায়ে পাশমুক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করেন, সুতরাং তাঁহারা বাতুল। বাতুলই পূর্ণ বৈষ্ণব ও গুরু।

কেহ কেহ অভ্যাগত বলিয়া পরিচয় করেন। অভ্যা-গত অর্থ অতিথি। তাঁহাদের আচরণ দেখিলে বুঝা যায়, বাস্তবিকই তাঁহারা ভক্তমধ্যে অতিথি; সবে এই নূতন প্রবর্ত্ত, তজ্জন্য বিধি আচার করেন, একান্ত ভক্তির স্থান পান নাই। "সিদ্ধির্ভবতু" প্রভৃতি কামনা লইয়া গমনাগমন করেন। আত্মসমর্পণ করিয়াও তাহাতে বিশ্বাস নাই, পুনঃ আত্ম-অভিমান করেন। আমি নীচ, এ ভাবও অভিমানযুক্ত। আমি ভগবানের দাস বা দাসী ইত্যাকার নিশ্চয়াত্মিকা ধারণাই সত্যবুদ্ধি। এই ধারণতীত অনেক ভ্রান্ত সম্প্রদায় প্রচলিত হইতেছে, তাঁহারা সাধারণের গুরুস্থানীয় মাত্র।

গৌড়িয়া, অভ্যাগত, বীরকত, রামানন্দী, স্পষ্টদায়ক, কর্ত্তাভজা, ন্যাড়া, দরবেশ, সাই, (মুসলমান ধর্ম্ম, হিন্দুতে আরও কদর্য্যভাবে আচরণ করিতেছে), আউল, সহজী, গৌরবাদী পাগলনাথী, সখিভাবক, বৈরাগী, শম্ভুচাঁদী, চিন্তামণি, সুধারামী প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্ন পন্থী হইয়াছে। পূর্ণ বৈষ্ণবতা হইতে অবস্থান্তরিত হওয়ায়, ইহাঁদের গুরুত্বের লাঘব হইয়াছে।

ভক্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ সেবাইত। যাঁহাদের প্রাণে সেবা চায়, তাঁহারা প্রেমের বাতুল, একান্ত ভক্ত সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানী ও সাধক দেখিয়া গুরুগ্রহণ করিবেন।

বিরক্ত বৈরাগী কভু কৃষ্ণভক্ত নহে।
ভাগবত পুরাণেতে এই কথা কহে॥
বৈরাগ্য-প্রধান হয় ভক্ত ভক্তিমান্।
কৃষ্ণদাস বলি তার হয় অভিধান॥
কৃষ্ণ আর বৈষ্ণবেতে অভেদ যে জ্ঞান।
এই দুই সেবা তার প্রধান সাধন॥
কৃষ্ণসেবা হইতে বৈষ্ণবসেবা বড়।
এই কথা তার হৃদে সদা জাগে দৃঢ়॥
গুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজে নরক কারণ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি নাহি তার হইবে কখন॥

সদা সেবা অভিলাষী অপ্রাকৃত ভাবে।
পার্থিব সুখেতে মন গতি না করিবে॥
বৈষ্ণব হইয়া লবে বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
সংকীর্ত্তনে ভাবাবেশ উন্মাদ লক্ষণ।
বৈষ্ণব সঙ্গেতে সেবা নাম সংকীর্ত্তন।
ইহাতে পাইবে ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
এ দাস সধর কহে একমন করি।
ভজহ বৈষ্ণবপদ পাইবে শ্রীহরি॥

দ্বিতীয় লহর।

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতা।
সাধনানি ন সিদ্ধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥

গৌতমীয়ে।

সম্প্রদায় মন্ত্রকে শিক্ষা মন্ত্র কহে।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ॥"

উপদিষ্ট মন্ত্রকে শিক্ষা মন্ত্র কহে।

ন্যায় বেদাদিকং শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানপ্রয়োজকং।
কামক্রোধাদিকং ত্যক্ত্বা সদ্গুরুস্তং নমাম্যহং॥

জ্ঞানতত্ত্ব রত্নাকর।

ন্যায়-বেদাদি শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন; তজ্জন্য কাম-ক্রোধাদি-পরিত্যাগী সদ্‌গুরুকে নমস্কার করি সদ্‌গুরু অর্থেই শিক্ষাগুরু। তত্ত্বজ্ঞানী অর্থেই একান্ত-ভক্ত বৈষ্ণব। বেদাদি সমূহ শাস্ত্রেই শিক্ষা-গুরুর প্রয়োজন প্রমাণিত আছে।

গুহ্যাৎ গুহ্যতমং তত্ত্বং কো জানাতি মহীতলে।
বিনা তু বৈষ্ণবং বৎস তস্মাৎ বিষ্ণুপরো ভব॥—স্কন্দ।

মহীতলে একমাত্র বৈষ্ণবগণই গুহ্যাতিতমতত্ত্ব জানিতে পারে, তজ্জন্য বৈষ্ণবই সদ্‌গুরুপদবাচ্য।

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান্ কর্ উপদেশ।
তব্ কয়লাকো ময়লা ছুটে, যব্ আগ্ করে পর্‌বেশ॥
তুলসীদাস দোঁহা।

এইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে ও মহাজনদিগের মতে শিক্ষা-গুরু-গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রমাণিত আছে।

কৃষ্ণে পূজে বৈষ্ণবেরে না করে পূজন।
কভু নাহি হয় কৃষ্ণের প্রসাদভাজন॥—ভক্তিতত্ত্ব।

বিনা অভিষেকে পূজা হয় না, এজন্য একজন উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবকে গুরুত্বে বরণ পূর্ব্বক সদ্‌গুরু-গ্রহণ আবশ্যক। একজন বৈষ্ণবকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে সমস্ত বৈষ্ণব আপন হয়েন; নতুবা পরপুরুষ-প্রতিপালন তুল্য হয়, বৈষ্ণব পূজা ও সেবা নির্ভুলরূপে হয় না। শিক্ষাগুরু যে মন্ত্র প্রদান করেন, সেই মন্ত্রের

সাক্ষাৎমূর্ত্তি-সচলবিগ্রহ-বৈষ্ণব, অন্তরে মন্ত্রমূর্ত্তি-কৃষ্ণ; সে কারণ "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং" এইরূপ প্রাপ্তি প্রতীতি হয়।

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনেতে এক।
কপট ঘুচায়ে সাক্ষাতে দেখ্ ॥—চণ্ডিদাস।

বৈষ্ণব-গুরু ব্যতীত ভজনের সন্ধান পাওয়া যায় না।

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে এক করি জান।
তবে জীব পাইবেক ভজনের সন্ধান ॥

মহাজনোক্তি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য গুরু করিয়া অযথা অপথে ঘুরে মরে।

গুরুরূপে ঘরে ঘরে, মন্ত্র দিয়া সদা ফেরে,
বৈষ্ণবরূপেতে দেন শিক্ষা।
শাস্ত্ররূপে দেন জ্ঞান, আত্মারূপে অধিষ্ঠান,
আর তাঁর কাঁহাকা উপেক্ষা ॥

মনঃশিক্ষা।

বৈষ্ণবের গুণশক্তি অনন্ত ও অসীম, তন্মধ্যে শত গুণ শক্তি শ্রেষ্ঠ। "কোটি সূর্য্যসম সব উজ্জ্বল বরণ" বৈষ্ণব সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বৈষ্ণব-দর্শন-স্পর্শে মহা মহা পাপ থাকিলেও তাহা সমূলে ধ্বংস হয়।

যে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন সেই বৈষ্ণব-চরিত্র ॥

যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব পূজা হৈতে বড় আর নাই॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে ধরণী ধন্যা হয়।
যাঁর দৃষ্টিমাত্র দশ দিকে পাপ-ক্ষয়॥
যে বৈষ্ণব জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গের সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে॥ চৈতন্যভাগবত॥

বৈষ্ণবগুরু সর্ব্ববাদিসম্মত। যিনি না মানেন, তিনি পতিতমধ্যে পরিগণিত। যিনি শিক্ষা "চৈতন্যমন্ত্র" গ্রহণ করেন নাই, তিনি চৈতন্যধর্ম্মস্পর্শযোগ্য নহেন। প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ-সেবক, তথাপিও বৈষ্ণব-ভক্তি না থাকায় মহাপ্রভু স্পর্শও করেন নাই, দর্শনও করেন নাই।

শিক্ষা-গুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥—চরিতামৃত।

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে, শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ। যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু, লীলা স্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ।—কৃষ্ণকর্ণামৃত।

চিন্তামণিস্বরূপ (কিংবা চিন্তামণিনাম্নী বেশ্যা) এবং সোমগিরিসংজ্ঞক মদীয় গুরু জয়যুক্ত হউন। যাঁহার পদরূপ কল্পবৃক্ষের পল্লব সমূহ নখাগ্রে জয়শ্রী (শ্রীরাধা) লীলা স্বয়ংবররস প্রাপ্ত হইতেছেন, ময়ূরবর্হের চূড়া

দ্বারা বিভূষিত, সেই মদীয় শিক্ষাগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জয়যুক্ত হউন।

অষ্টপাশবদ্ধ জীব শিষ্য; আর মহান্তস্বরূপ বৈষ্ণব শিক্ষাগুরু, ইহা স্থিরীকৃত হইল।

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

মহান্তস্বরূপ শিক্ষাগুরু তিনি কৃষ্ণের স্বরূপ, তার পর তিন শক্তি।

ভক্ত-পদরজ আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ তিন সাধনের বল॥

চরিতামৃত।

"বৈষ্ণবের পদধূলি; তাহে মোর স্নান-কেলি। বৈষ্ণবের পদজল, কৃষ্ণভক্তি দিতে বল। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর নিষ্ঠ" (সদা ক'রে প্রেমপুষ্ট)। এই তিন শক্তি; ইহাতে যাহার নিষ্ঠা-বিশ্বাস আছে, সে ভাগ্যবান্, এবং কৃষ্ণবিষয়ে জ্ঞানী। এতদ্ভিন্ন সবই অজ্ঞানী। সচ্চিদানন্দ ভাগ্যবানের ভাগ্যেই উদয় হন।

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই হয়ে একমন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥—ভক্তিতত্ত্ব।

ঠাকুর বৈষ্ণবপদাশ্রয় করিলে, কৃষ্ণ তাহাকে ত্যাগ করেন না, তদ্ভিন্ন আর সব অকারণ জীবন যাপন করত কালগ্রাসে পতিত হয়। যেহেতু, বৈষ্ণবগুরু একান্ত প্রয়োজন।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ভাগবত॥ ১।২॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করেন। ঐ একই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনার বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥—চরিতামৃত।

জ্ঞানে ব্রহ্ম (জ্যোতিঃ); যোগে আত্মা (অংশ); ভক্তিতে ভগবান (স্বরূপ)। ব্রহ্মোপাসনায় জ্ঞানী, আত্মা উপাসনায় যোগী ও ভগবান্ ভজনের ভক্তগুরু হইবে। ভগবান-মন্ত্রকেই শিক্ষা-মন্ত্র কহে।

"ভগবন্তং জানাতি যঃ স ভক্ত" ভক্তের ধন ভগবান্। এই সব কারণেই বৈষ্ণবগুরু নির্ণীত হইয়াছে। এই ধর্ম্মই পরম ধর্ম্ম।

মহৌজসো মহাভাগান্ মহাপতিতপাবনান্।
মহাভাগবতান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুরূপিণঃ।

পাদ্মে চ।

মহাতেজস্বী, মহাভাগ্যবান্, মহাপতিতপাবন, মহাভাগবতবৈষ্ণবগণ, সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপ। বৈষ্ণবের এই গুণ-শক্তি দেবতারও দুর্ল্লভ, সেজন্য অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে বৈষ্ণব গুরুগ্রহণ কর্ত্তব্য, নতুবা নিষ্কৃতি নাই।

প্রেমস্থানে যাইতে হইলে নাম মন্ত্রভাব গ্রহণান্তর প্রেমরূপ চতুর্থ স্থানে গমন করিতে হয়। নামের শক্তিতেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়।

সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম ॥

চৈঃ চরিত।

"হেন প্রেম নৃলোকে না হয়" সে কারণ মহান্তস্বরূপ গুরুর অনুকম্পায় প্রেমধনে ধনী হইতে পারে! শাস্ত্রে বলে, "বিনা প্রেম্‌সে, নেহি মিলে নন্দলালা।"

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥—ভাগবত।

গৃহাসক্ত মানবগণ যে পর্য্যন্ত মহৎপদরজে অভিষিক্ত হইতে না পারে, ততদিন অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভগবৎ-পদারবিন্দ-স্পর্শে অধিকারী হয় না। চরণস্পর্শ হইলেও সংসার-জ্বালা থাকে না।

ভাগবতে মহৎ পদরজোভিষেক করিবার আদেশ

দিয়াছে; চরিতামৃতে মহান্তস্বরূপ শিক্ষাগুরুর উল্লেখ আছে, মূলে একই কথা। অতএব ভাগবতাদি সর্ব্বশাস্ত্রানুসারে বৈষ্ণব-চরণ পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহৎকৃপা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ নয়।
কৃষ্ণকৃপা দূরে রহুক সংসার নহে ক্ষয় ॥—চরিতামৃত।

মহৎ-কৃপায় সংসার-ক্ষয় হইয়া প্রেমের দাস হইতে পারে।

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

নারদপঞ্চরাত্র।

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হওত নির্ম্মল-চিত্তে ইন্দ্রিয় দ্বারা গোবিন্দ-সেবনের নাম ভক্তি।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ও জ্ঞানকর্ম্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের নাম উত্তমা ভক্তি।

শুদ্ধ ভক্তিই প্রেম জন্মাইবার হেতু। অসংস্কৃত সত্ত্বাকে শুদ্ধ সত্ত্বা কহে না; তজ্জন্য সংস্কৃত শুদ্ধসত্ত্বাবিশিষ্ট বৈষ্ণবগুরু নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারাই শুদ্ধ সত্ত্বা করত প্রেম দিতে ক্ষমবান্।

বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

ভক্তরূপ চৈতন্য, ভক্তস্বরূপ নিত্যানন্দ, ভক্তাবতার অদ্বৈত, ভক্তনাম শ্রীবাস, ভক্তশক্তি গদাধর। নাম মন্ত্র ভাব প্রেম রস প্রভৃতি তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ লীলা খেলা করিতেছেন। এই তত্ত্বের কোন অংশ বাদ দিলে বিহার পূর্ণরূপে বুঝিতে, জানিতে, দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই। উক্ত পঞ্চ তত্ত্বাস্বাদন করিতে হইলে নামই তাহার প্রথম ও প্রধান অবলম্বন। "নামৈব পূর্ণসংজ্ঞা", নাম হইতে সমূহ তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবে। উক্ত পঞ্চ তত্ত্বের আত্মান্তর্যামী যে নামী, তাহাদেরই পঞ্চনাম যথা—"কৃষ্ণ কৃষ্ণগোবিন্দরাধাকৃষ্ণ।" বর্ত্তমান প্রকাশ-দেহ শ্রীবাসাদির। পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ তুরীয় শ্রীকৃষ্ণ; তিনি পঞ্চতত্ত্বে ব্যক্ত অর্থাৎ পূর্ণাবির্ভাব পূর্ব্বক রসাস্বাদন করিতেছেন।

দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ,	বিলাসমূর্ত্তি	গদাধর।
মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণ,	,, ,,	শ্রীবাস।
গোলোকনাথ গোবিন্দ,	,, ,,	অদ্বৈত।
বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা,	,, ,,	নিত্যানন্দ।
নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ,	,, ,,	চৈতন্য।

শ্রীবাস নামাশ্রয়ের পাত্র, এজন্য শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন হইত। শান্ত ভাব বা রসাদির আধার ও আস্বাদক। শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচারক। শব্দগুণ প্রাপ্ত।

শ্রীগদাধর মন্ত্রাশ্রয়ের পাত্র, শক্তিজ্ঞাতা, এজন্য সময় বুঝে বামে দাঁড়াইতেন। উপাসনাকারী দাস্যভাবাদি আস্বাদক। সাধন-পদ্ধতি-প্রচারক। গন্ধগুণ প্রাপ্ত।

অদ্বৈত ভাবাশ্রয়ের পাত্র, এজন্য তাঁহার নিকট স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে। তিনি শ্রদ্ধার পাত্র; তজ্জন্য তাঁহার গৃহে বিশ্রাম করিয়াছেন। সখ্য ভাবাদি আস্বাদক, রূপ গুণ প্রাপ্ত। শ্রদ্ধা রীতি-প্রচারক।

নিত্যানন্দ প্রেমাশ্রয়ের পাত্র, এজন্য দক্ষিণে থাকিয়া উদ্দীপন দিতেন। শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মজ্ঞাতা, বাৎসল্যভাবাদি আস্বাদক। রসগুণ প্রাপ্ত। কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রচারক। এজন্য বলে, "প্রেমদাতা নিতাই।"

শ্রীচৈতন্য রসাশ্রয়ের পাত্র, এজন্য সর্ব্ব ভাবোন্মাদ-যুক্ত, অহৈতুকী ভাবভক্তির আধার, মহাভাবে পূর্ণ, মধুর ভাবাদি আস্বাদক। স্পর্শগুণ প্রাপ্ত। সেবাতত্ত্ব প্রচারক।

পঞ্চ তত্ত্ব অর্থে পঞ্চের সম্যগাবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য পঞ্চগুণ-শক্তি প্রভৃতির সম্পূর্ণ অনুসন্ধান ও তথ্য গ্রহণ। পঞ্চ তত্ত্বে পূর্ণনাম পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার উপাসনার নাম শিক্ষা, তাঁহাকে প্রাপ্তির মন্ত্রের নাম শিক্ষা-মন্ত্র। সুতরাং পঞ্চমন্ত্র গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

পঞ্চ স্বরূপ।—

শ্রীবাস, গদাধর, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, চৈতন্য।

পঞ্চ আশ্রয়।—

নাম মন্ত্র ভাব প্রেম রস।

পঞ্চ ভাব।—

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর।

পঞ্চ রস।—

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর।

পঞ্চ গুণ।—

শব্দ গন্ধ রূপ রস স্পর্শ।

পঞ্চ বাণ।—

মদন মাদন মোহন শোষণ স্তম্ভন।

পঞ্চ প্রাণ।—

ব্যান সমান উদান অপান প্রাণ।

পঞ্চ আত্মা।—

জীবাত্মা ভূতাত্মা পরমাত্মা আত্মারাম আত্মারামেশ্বর

পঞ্চ পাত্র।—

মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত স্বরূপ।

পঞ্চ কোষ।—

অন্নময় মনোময় প্রাণময় বিজ্ঞানময় আনন্দময়।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।—

চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়।—

হস্ত পদ লিঙ্গ গুহ্য বাক্

পঞ্চ তন্মাত্র।—

ব্যোম মরুৎ তেজ অপ্ ক্ষিতি

পঞ্চ আহার।—

জল অন্নাদি নাম লীলা চিন্তা

পঞ্চ বিহার।—

নয়নে মনে হৃদয়ে স্বদেহে অন্তরবাহিরে

পঞ্চ আবেশ।—

গুণাবেশ ভাবাবেশ প্রেমাবেশ রসাবেশ মহাভাবাবেশ

উদ্দীপন।—

ভ্রমর কানড়াপুষ্প কোকিল ময়ূর মেঘ

পঞ্চামৃত।—

নামামৃত চরণামৃত লীলামৃত প্রেমামৃত রসামৃত

পঞ্চ সাধন বিবেক।—

সচ্চিদানন্দ	স্বারসিকী	পরমাবিষ্ট	রাধাগোবিন্দ	যুগলকিশোর
মাহাত্ম্য	বিশেষপ্রীতি	আরাধনা	মনোগততত্ত্ব	সেবা

পঞ্চপ্রাপ্তসিদ্ধি।—

শ্রদ্ধারাগ	নামরাগ	প্রেমরাগ	রসোল্লাসানুরাগ	মহাভাবানুরাগ
প্রাপ্তসিদ্ধ	প্রাপ্তসিদ্ধ	প্রাপ্তসিদ্ধ	প্রাপ্তসিদ্ধ	প্রাপ্তসিদ্ধ

এই শত বিষয়ের তথ্য গ্রহণের নাম পঞ্চতত্ত্বের সাধন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥ চৈঃ চঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাধন করিলেই রসময় মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনা করা হয়।

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে।—চৈঃ চঃ।

ভূমিতে দাঁড়াইলে যেমন পঞ্চগুণ অনুভব হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে পূর্ণ-পঞ্চতত্ত্ব বিরাজমান, তাঁহার পদে শরণ গ্রহণেই পূর্ণ প্রাপ্ত সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে তিনি মহান্তস্বরূপ সন্ন্যাসী বৈষ্ণব সহ অভেদরূপে খেলিতেছেন; সুতরাং বৈষ্ণবপদে শরণ-গ্রহণ সুসঙ্গত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সুধারস-বাণী।
আগম নিগম নিগূঢ় মন্ত্রখানি॥

চৈতন্যমঙ্গল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম-তত্ত্ব আগম-নিগমাতীত। দৈবাদেশ হইতে ও সাধুজনের চিদ্‌বুদ্ধি হইতে প্রাপ্ত। ইহার উপাসনাও বেদাতীত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু রসের সদন।
অশেষ বিশেষ রস কৈল আস্বাদন॥

চরিতামৃত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রসাদি সমূহ পরিপূর্ণরূপে প্রবাহিত হইতেছে। বর্ত্তমানে বৈষ্ণব-স্বরূপ হইতে লাভ করিতে হইবে। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি পূর্ব্ব উপাসনা-প্রণালী হইতে চৈতন্যধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ মানিয়া চৈতন্য-

প্রচারিত মতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু, শিক্ষা-গ্রহণ উত্তম ধর্ম্ম, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রামাণ্য।

শ্রীরূপেরে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥

এতদ্ব্যতীত নিত্যসিদ্ধগণকে আলিঙ্গনাদির দ্বারা শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। শ্রবণাদি দ্বারাতেই তাহাদের মনে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমোদয় হইয়াছে, যেহেতু, শ্রবণাদিই তাঁহাদের শিক্ষা। তাঁহারা উত্তম পুরুষ, সে জন্য আদেশেই মন্ত্রের কার্য্য হইয়াছে। সনাতন গোস্বামী ভদ্র হইয়া নিজে কৌপীন গ্রহণেই সন্ন্যাস সিদ্ধ হইয়াছে।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং তত্ত্বজ্ঞানী জিতাত্মনাম্।
স্বমন্ত্রেণ শিখাচ্ছেদাৎ সন্ন্যাসগ্রহণং ভবেৎ॥ মহানির্ব্বাণ।

মাধুর্য্যভাবে রামানন্দ পঞ্চতত্ত্ববান, তদ্ধেতু অতি অন্তরঙ্গ। নিত্যসিদ্ধগণের মধ্যেও রামানন্দ অন্তরঙ্গ, বিষয়ত্যাগেই মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গস্বরূপ (সন্ন্যাস) সিদ্ধ হইয়াছে। রাম রায় পঞ্চতত্ত্বে পূর্ণ প্রাপ্ত সিদ্ধ, তজ্জন্য বলিয়াছেন, কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, রাম রায় তাহা জানাইয়াছেন। রাম রায় প্রথমতঃ নামময় মূর্ত্তি সন্ন্যাসী-স্বরূপ পরে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলেন, মন্ত্রময় মূর্ত্তি শ্যামসুন্দর। তৎপর ভাবময় মূর্ত্তি গৌরকান্তি আবৃত, তাতে প্রকট মূর্ত্তি সবংশীবদন আর প্রেমরসময় মূর্ত্তি রসরাজ মহাভাব মিলিত একতনু, এই পূর্ণতত্ত্বরূপ প্রাপ্ত করিয়াছেন। ইহা পঞ্চতত্ত্বের পূর্ণ প্রাপ্ত সিদ্ধাবস্থা ও সিদ্ধ উপাসনা।

শ্রীগুরু-মাহাত্ম্য।

ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মুক্তিমূলং গুরোঃ কৃপা॥

নারদীয়।

গুরুমূর্ত্তি ধ্যেয়, গুরুপদ পূজ্য, গুরুবাক্য মন্ত্র, গুরুকৃপা মোক্ষ। এই প্রকার গুরুমহিমাতত্ত্ব সতত স্মরণ রাখিবে।

যো গুরুঃ স হরি সাক্ষাৎ, যো হরিঃ স গুরুঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥

তত্রৈব।

যিনি গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ হরি; হরি যিনি, তিনি স্বয়ংই গুরু। গুরু তুষ্ট হইলে স্বয়ং হরিই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

গুর্ব্বর্থে ধারয়েদ্দেহং গুর্ব্বর্থে চ ধনার্জ্জনম্।
গুরোঃ শুশ্রূষণং কার্য্যং দেহপ্রাণধনৈরপি॥

তত্রৈব।

গুরুর জন্য দেহধারণ ও ধনার্জ্জন করিবে। গুরুর যত্ন আগ্রহ জন্য দেহ-প্রাণ-ধনাদি সমর্পণ করিবে।

গুরু-আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে, সে নরাধম, সেই পাপে বহুকাল নরকে পচে। যে গুরুর সহিত কলহ করে কিংবা রূঢ়বাক্য বলে, সে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করে। গুরুর আদেশমত কার্য্য না করিলে ও গুরুসেবা-

দির কার্য্যে অবহেলা করিলে, কস্মিন্‌কালেও তাহার নিষ্কৃতি হয় না। গুরুসেবার মত উত্তম ধর্ম্ম আর নাই; গুরু অযত্নের মত অধম কর্ম্মও আর নাই। শত সিঁড়ির উপর হইতে পতিত হইলে যেমন নিম্নে না আসিলে আর থামে না, তদ্রূপ গুরুকার্য্য হইতে পতন হইলে তাহার দুর্গতি অপরিসীম।

শ্রদ্ধামার্গে অচল-বিগ্রহ শ্রীমূর্ত্তি আর ভক্তিমার্গে সচল বিগ্রহ শ্রীগুরু বৈষ্ণব-সেব্য। ঈশ্বরজ্ঞানে সেবায় সন্তুষ্ট হয়েন নাই, নরভাবে ব্রজের সেবায় সম্যক্ সুখানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীগুরুনির্ণয়।

পাশুং শঠঞ্চ ধূর্ত্তঞ্চ তস্করঞ্চ বিশেষতঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী গুরুত্বে ন চ নার্চ্চয়েৎ॥

নারদীয়।

জ্ঞানহীন মূর্খ, শঠ, ধূর্ত্ত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বী এবং চতুর্ব্বর্গ ফলাকাঙ্ক্ষী (আর্ত্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ) এই সব ব্যক্তি গুরু বলিয়া অর্চ্চিত হইতে পারেন না।

শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ।
কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতোঽপ্যধিকাঙ্গকঃ॥

হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ।
এতৈর্দোষবিহীনো যঃ সদ্‌গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ॥ নারদীয়।

শ্বেতকুষ্ঠী, গলৎকুষ্ঠী, চক্ষুরোগী, খর্ব্বাকৃতি, কুনখী (এবং উনবিংশ এবং একবিংশ নখী) কুকুরের ন্যায় দন্ত, স্ত্রীজিত অর্থে স্ত্রীর অধীন মোটা শরীর; কোন অঙ্গহীন, কপটী, রোগী অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী রোগযুক্ত; বহুবিধ কথালাপী, অনেক ভোজী এই সকল দোষবিহীন সদ্‌গুরু গ্রহণীয়।

কাম ক্রোধাদি রিপুর অধীন নহে। বিবেক দ্বারা বলীয়ান্, শান্তপ্রকৃতি, সত্য ও ন্যায়বাদী, অহিংসামতি, অদোষদর্শী, জিতাত্মন, তত্ত্বজ্ঞানী, বিশুদ্ধ ভজনপরায়ণ, সম্প্রদায় নিয়মে বাধ্য। এইরূপ গুণশক্তিবিশিষ্ট মহান্ত-স্বরূপ বৈষ্ণবকে সদ্‌গুরু গ্রহণ করিবে। বয়ঃজ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ দেখিবার আবশ্যক করে না।

নেত্র আছে দৃষ্টি আছে বাহ্যজ্ঞানহীন।
অন্তর বাহ্য কৃষ্ণপ্রেমানন্দ প্রবীণ॥
এমত বৈষ্ণব সেবা যেই নাহি করে।
বিফল জনম তার এ ভব-সংসারে॥
কায়মনে ভজ মুই চরণ তাঁহার।
যাহাতে মিলিবে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
গুরু অনাথবন্ধু ভারতী রামানন্দ।
এ দাস সত্বর পাবে রসলীলাবৃন্দ॥

শিষ্য-লক্ষণ।

মহাপতিতপাবন অবতারে যারে তারে আচণ্ডাল প্রভৃতিকে বিচার-বিহীনাবস্থায় নাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। সে কারণ শিষ্য-লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার আবশ্যক করে না; তবে ইহলোক ও পরলোক পরিলক্ষিত গ্লানি কিংবা অকরণীয় দোষব্যঞ্জক নিন্দা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই স্বভাবকে পরীক্ষা করিবে।

মিথ্যাবাদী, চৌর্য্যবৃত্তি-অবলম্বী, কলহপ্রিয়, ভজনে প্রবৃত্তিহীন, অতি ক্রোধী, সহিষ্ণুতা-গুণহীন, পরদার-পরায়ণ, মাংসভোজী, মদ্যপায়ী, পরনিন্দক, ক্ষিপ্ত ও বাক্যলঙ্ঘনকারী এই সব দোষ থাকিলে শিষ্যত্বে গ্রহণ করা উচিত নহে। ভক্তের পূর্ব্বাবস্থা সম্ভ্রান্তজনের নিকট জানিয়া, তবে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে হইবে। স্বভাবদুষ্ট এবং দুষ্টাকেও গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু অনেক উপদেশ দিয়া, বিনীতভাবে ভালবাসিয়া, সর্ব্বদা নিকটস্থ করত যত্ন শুশ্রূষা দ্বারা স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া তবে মন্ত্র প্রদান করিবেন। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে যবনাদিকেও উপদেশ দিতে কোন বাধা নাই।

বৈষ্ণবধর্ম্মের ১নং নিয়মাবলী।

বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্ম্মঃ বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যঃ বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ॥

১। এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতিপালনে ধর্ম্মালঙ্কারে ভূষিত হউন।

মহাত্মা বৈষ্ণবগণের প্রতি।

১। যাঁহারা ডোর, কৌপীন, বহির্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা সত্বর ধারণ করিবেন, নচেৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ থাকা উচিত। অরুণ-বর্ণের ডোর কৌপীন বহির্বাস হইবে এবং গুল্‌ফদেশ পর্য্যন্ত রাখিয়া বহির্বাস ধারণ করিতে হইবে।

২। ভিক্ষার্থে যখনই গমন করিবেন, তখনই তিলকাদি করত গমন করিবেন, তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার বিশেষ আবশ্যক করে না।

৩। গৃহীগণের হুঁকায় তামাক খাওয়া নিষেধ।

৪। বৈষ্ণবগণের পক্ষে গৃহস্থের চাকরি করা অসঙ্গত, এজন্য পরাধীন বৈষ্ণবগণ স্বাধীন হইবেন।

৫। বৈষ্ণবীগণের পক্ষে গৃহস্থকে আশ্রয় করা নিতান্ত অন্যায়, এজন্য সত্বর পৃথক্ হইতে চেষ্টিত হওয়া সঙ্গত।

ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে গৃহস্থগণের পক্ষে বৈষ্ণবী রাখা মহাপাপ, এজন্য সমাজ হইতেও এই নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

৬। গৃহস্থভক্ত ব্রাহ্মণাদিকে প্রণাম করা বা পদরজ গ্রহণ

করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রে বিধান নাই। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেব-দেবীকেও নমস্কার করিবে না।

৭। বৈরাগী বলিয়া পরিচয় না দিয়া "দাস বৈষ্ণব" বলিবেন, লিখিতেও "দাস বৈষ্ণব" এই শব্দ লিখিবেন। অচ্যুতগোত্রযুক্ত চারি সম্প্রদায় বৈরাগী নহে (বৈষ্ণব)।

৮। গৃহস্থ ভক্ত ব্রাহ্মণাদিকে কেহ শিক্ষাগুরু করিবেন না, কারণ, শাস্ত্রে নিষেধ আছে। "অষ্টপাশমুক্ত গুরু হইবে।"

গৃহস্থগণের প্রতি।

বৈষ্ণবের হিতসাধন করিলেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের হিতসাধন করা হয়। ইহাতে আর্য্য সনাতন-ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার হইবে, সমাজেরও বিশেষ উন্নতি হইবে। আশা করি যে, সাধারণের উৎসাহে ধর্ম্মধ্বজা উড়িবে। নিবেদনমিতি সন ১৩১৮ সাল, ১৫ই কার্ত্তিক।

শ্রীবৈষ্ণবানুগত দাস-শ্রীসধরচাঁদ সন্ন্যাসী-প্রকাশক।

পরিহার।

ইতিপূর্ব্বে "বৈষ্ণব কল্প" গ্রন্থ প্রচার করিয়াছি, তাহাতে মহাজনোক্ত বলিয়া —

আদৌ মন্ত্রং সমাশ্রিত্যং তৎপশ্চাদ্বৈষ্ণবং সুধীঃ।
শিক্ষাগুরুং সমাশ্রিত্যং শিক্ষেদ্বৈষ্ণব সাধনম্॥

এই শ্লোক উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত শ্লোকটী কোন্ গ্রন্থের জানিতে পারি নাই। তৎপর অনেকেই প্রমাণ সমর্থ বলিয়া স্বীকার করেন না, সে কারণ নিজেও অস্বীকার করিলাম।

পরিশিষ্ট।

প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয় ব্যবহার॥
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তি গন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

অদ্বৈত প্রকটিয়া এইরূপ ভাব দেখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও ঠিক তদ্রূপ ভাব পরিদর্শন হইতেছে। মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিলে বা পূজা করিলে কৃষ্ণভক্তি হয় না। কৃষ্ণভজনে শাস্ত্রানুসারে অধিকারী হওয়া চাই। জাতি, বিদ্যা, মহত্ত্ব, রূপ ও যৌবন, এই সব ভক্তিকণ্টক থাকিতে কদাচ কৃষ্ণভক্তি হয় না। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত হইলে তবে তাহাকে কৃষ্ণভক্তমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। কোটি মুক্ত মধ্যে এক দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্ত, এই সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-ভক্তি ও ভক্ত ঘাটে, মাঠে, পথে, যেখানে সেখানে বেঙা-চির ন্যায় জন্মায় ও হয় এরূপ বিশ্বাস বহির্বাতুলতা।

বর্ণাশ্রমিগণ কৃষ্ণভক্তিপথে যাইতে ইচ্ছা করিলে, জাতি-বর্ণাচ্ছন্ন পাশবদ্ধ জীবের দ্বারা পরিচালিত হাত-গড়া সমূহ পরিবারের মধ্যে মন্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কেন না, তদ্ভিন্ন অন্য কোন পন্থাবলম্বী গুরু ও প্রথা দেখিতে পায় না। কোন বৈষ্ণবকে গুরু করিলে, তিনিও সেই সব পরিবারের স্বকপোলকল্পিত পরিচয়ের সখিমুঞ্জরী নির্ণয়

করিয়া দিয়া কৃষ্ণভক্তি-পথ রোধ করিয়া দেন। কাজে কাজেই এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। গৃহস্থের পক্ষে এই প্রকার মহান্ বিভ্রাট।

ভিক্ষুকাশ্রমে ভেক গ্রহণ করিলেও ভারতী গুরু, সেই সব পরিবারের স্বরচিত তিলক দ্বারা সজ্জিত করত ভেক দেন ও সেই পরিবারানুসারে প্রাপ্তি ও সিদ্ধির নিয়ম-সেবাদি শিক্ষা দেন। তাঁহাদের গুরু মান্য না দিলে ভেক মঞ্জুর হয় না। কেবল বাতুল বৈষ্ণবেরা সে মান্য দেন না। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গুরুকুঞ্জে ঐ সব পরিবারের পরিচয় না দিলে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন হয় না। এইরূপ অনাচার বশতঃ সম্প্রতি চৈতন্যের গুরুত্ব বৈষ্ণবের প্রভুত্ব ও কৃষ্ণভক্তির লেশ গন্ধ স্থান পাইবার কোন দেশ কাল-পাত্র বা উপায় দেখা যায় না।

ন যত্র বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠো নচ তুলসীকাননম্।
ন তিষ্ঠতি হরিস্তত্র শ্মশানসদৃশস্তুতৎ ॥

নারদীয়ে।

যেখানে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ নহে ও যেখানে তুলসী-কানন নাই, তথায় শ্রীহরি অধিষ্ঠান করেন না, সে স্থান শ্মশান-সদৃশ।

বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠরূপে সংপূজিত হয়, এমত স্থান ভারতে আপাততঃ দেখা যায় না; কেন না, পরিবারের মহাশয়গণ বৈষ্ণবগণকে গুরুস্থান প্রদান করেন না এবং বৈষ্ণবের ভক্ত তুল্য কোন ব্যবহারও করেন না। তাঁহাদের শিষ্যগণও বৈষ্ণবকে পরম গুরুরূপে পূজা করে না। সূর্য্য

অভাবে বাতি দ্বারা যা কর্ত্তব্য সমাধার ন্যায় কার্য্য করা হইতেছে। আরও কথা এই যে, ঐ সব পরিবারের অধীনতা স্বীকার ভিন্ন ভজন হইতে পারে, এ বিশ্বাস কাহারও আছে তাহার নিদর্শন পাওয়া সুদুর্ল্লভ।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

পদ্ম পুরাণে উল্লেখ আছে, "যে কৃষ্ণকে পূজা করে, বৈষ্ণবকে পূজা করে না, সে কভু কৃষ্ণপ্রিয় হয় না; তাহাকে দাম্ভিক কহে।" বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা গুরুরূপে দণ্ডায়মান, তাঁহারা কখন বৈষ্ণবকে পূজা করেন না। বৈষ্ণবকে শিষ্য করত চাকর ও বৈষ্ণবীকে চাকরাণী করত নিজ গৃহে ও শিষ্যালয়ে গমনের সমস্ত কদর্য্য কার্য্য করাইয়া ভারতে বৈষ্ণব-ভক্তি সমূলে ধ্বংস করিতেছেন। বৈষ্ণব-মধ্যে কাহারেও ছড়িদার, কাহারেও ফৌজদার নিযুক্ত করত তাহাদের দ্বারা পেয়াদার মত বৈষ্ণবকে ধরান, হাজীর করান, বৈষ্ণবের করাদায় করান ও চাকরগিরি করান, প্রভৃতি কার্য্য হইতেছে। তাঁহারা অসম্প্রদায়ী হইয়াও বৈষ্ণবের কর্ত্তা হইয়াছেন। সমূহ শাস্ত্রসম্মত বৈষ্ণবের গুরুত্ব ও প্রভুত্ব হইতে বৈষ্ণবেরা বঞ্চিত হওয়ায় দারিদ্র্যদোষে গুণ-রাশি হারা হইয়াছে। "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্" এই সব জন্য অশেষ দুষ্কৃতিবন্ত হইয়াছেন, সিংহের শাবক যদি কুক্কুরের দুগ্ধে প্রতিপালন হয়, তাহার সিংহ-বিক্রম থাকে না, তদ্রূপ পরিবার মহাশয়গণের অন্ন ও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ও দণ্ডবৎ না করিলে বৈষ্ণবগণের উপায় নাই। সে কারণ

বৈষ্ণবধর্ম্ম রক্ষা অতীব সুকঠিন। এই সব আচরণ দেখিয়া বৈষ্ণবে কাহারও পূর্ণ শক্তি নাই।

সামাজিক ব্রাহ্মণ হইয়াও নানাবিধ জাতির বাটীতে চৈতন্যের ভোগ দিয়া সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের পাওনা কাড়িয়া লইতেছেন, বৈষ্ণবেরা বাধ্য হইয়া অসম্প্রদায়ী কৃত সেই অসিদ্ধ ভোগ প্রসাদ গ্রহণে পতিত হইতেছেন।

বৈষ্ণবেরা ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন না, কেন না, ভেক গ্রহণ করিলে পূর্ব্বাবস্থার ধর্ম্মাধর্ম্ম আচরণ থাকে না, তথাপিও পূর্ব্ব গৃহস্থাবস্থার ভ্রান্ত পরিবার ও ভ্রান্ত গুরু ও তদীয় আচরণ ত্যাগে সাহসী হন না। আরও কথা এই যে, বৈষ্ণবেরা কাঙ্গাল, তাঁহাদের প্রতি বিবিধ শাসন দ্বারা কিছুদিন হইল অধীন করিয়া লইয়াছে। রাবণ রাজা যেমন দেবগণকে অধীন করত দাসত্ব করাইয়াছিল, তদ্রূপ পরিবারের মহাশয়গণ বৈষ্ণবকে অধীন করিয়াছেন। রাক্ষসগণ কলিতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সুজনের প্রতিহিংসা করিবে।

রাক্ষসা কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।

উৎপন্না ব্রহ্মকুলেষু বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্ ॥"

বরাহ পুরাণে উল্লেখ আছে; তাহাতে অনুমান করা যায় যে, বৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচারকারিগণ ত্রেতার রাক্ষস এক্ষণে মানব। এক্ষণে বৈষ্ণবগণকে উদ্ধার না করিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মোজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণবের গুরুত্ব না পৌঁছাইলে চৈতন্যের নিজ ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি সংস্থাপিত হইতে পারিবে না, ইহা ধ্রুব নিশ্চয়।

জয়দ্রথ বধ দিনে মহারথী কর্ণাদি ও মহাপণ্ডিত দ্রোণাচার্য্যাদিও সমুপস্থিত থাকিতেও দিবাভাগে নিশি হইল কেন, এ ধারণা হইল না। চক্রীর এমনি চক্র। জ্ঞান তাঁহার সম্পত্তি, তিনি দিলে জীবে পায়, নতুবা অজ্ঞান হওয়া বিচিত্র নহে। "বৈষ্ণব জগদ্‌গুরু, বৈষ্ণব-সেবা পরম ধর্ম্ম, পরিবার প্রথা ভ্রান্তিমূলক, বদ্ধ জীবের গুরুত্ব অসম্ভব" প্রভৃতি বিচার-বুদ্ধি হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না, কলির এমনি প্রভাব। শিষ্যের শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ণাশ্রমোচিত কুলাচার্য্য (গুরু) পুরোহিতের প্রাপ্য গ্রহণ করিতেছেন। এদিকে কতক বৈষ্ণবেরও গুরু হইতেছেন। এই প্রকার আচরণ কত গর্হিত, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য। পুরোহিত ব্যতীত দীক্ষাগুরুও যদি ব্রাহ্মণ হওয়াই সঙ্গত হয়, তবে পুরোহিতের অপরাধ কি?

উল্লিখিত বহুবিধ ভাব আচরণ দর্শনে অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধীভূত হইতেছে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদে এই সব দুঃখের অবসান-করণাভিলাষে এই "শ্রীগুরুতত্ত্ব-মীমাংসা গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম। এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় প্রমাণাপেক্ষা দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে যুক্তি-তর্কের উপর অধিকতররূপে নির্ভর করিয়াছি, নিবেদনমিতি।

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।
